প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১০ ❖ ১৭ - ২৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

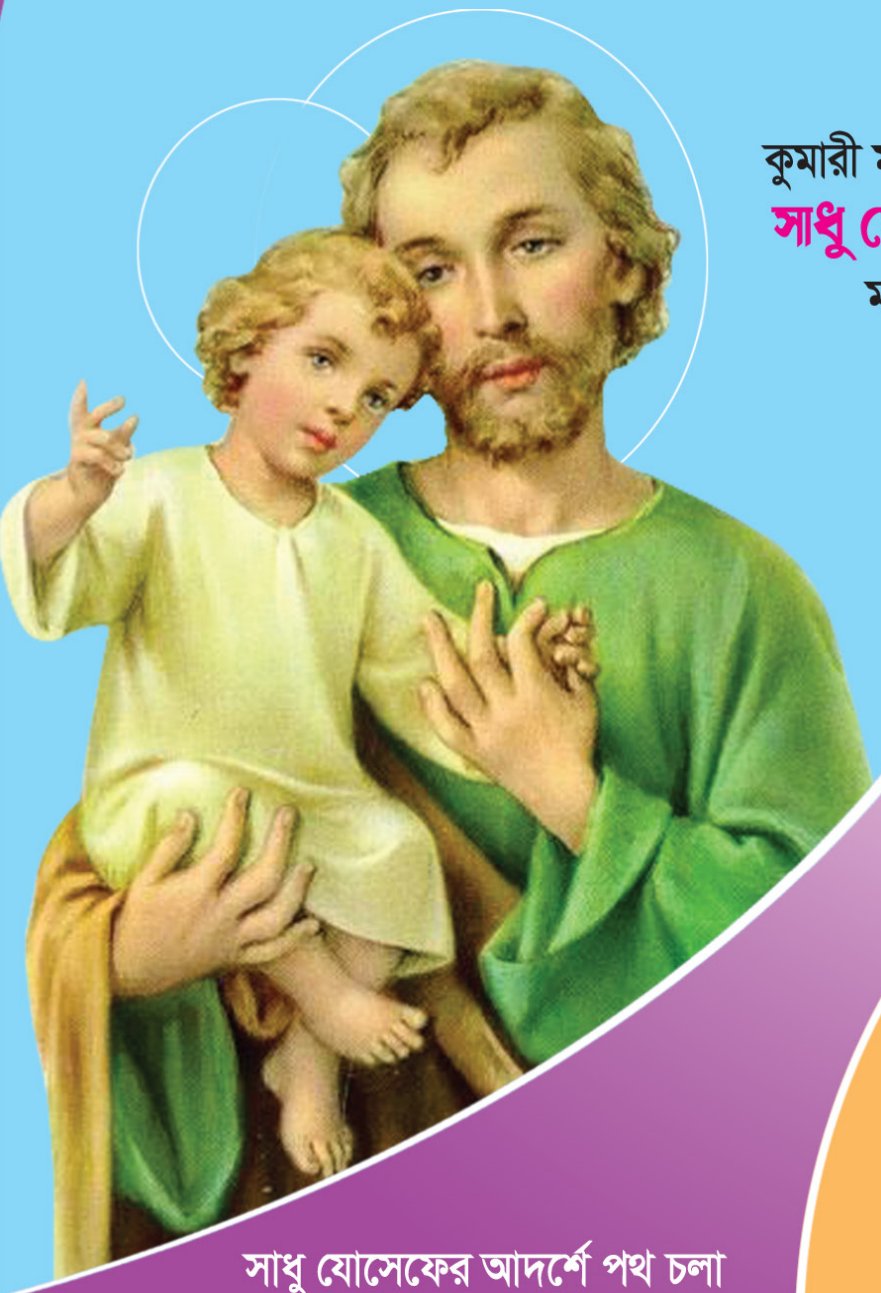

কুমারী মারীয়ার স্বামী
সাধু যোসেফের
মহাপর্ব

সাধু যোসেফের আদর্শে পথ চলা

জনপদের আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

১৭ মার্চ
শুভ জন্মদিন
জাতির জনক
শেখ মুজিবুর রহমান

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র
সপ্তদশ মহাপ্রয়ান বার্ষিকীতে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

কথার শক্তি

তপস্যাকাল ও আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র

বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube: youtube.com#@weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

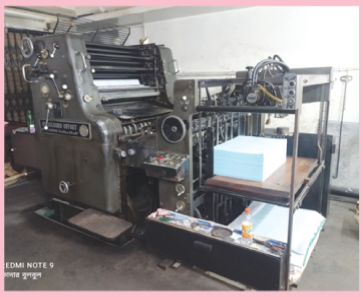

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

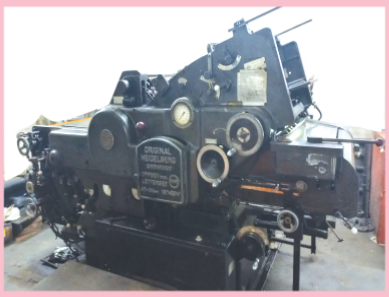

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১০
১৭ - ২৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৩ - ৯ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ত্যাগ কৃচ্ছ্রতায় বলীয়ান যারা ধন্য তারা

তপস্যাকালের এ বছরের যাত্রায় বেশকিছুটা পথ অতিক্রম করেছি। নিজেদের পাপময়তা, দুর্বলতা, অনুতাপ, অনুশোচনা, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, দয়াকাজ ও প্রার্থনার বিষয়ে সচেতন হবার অনেক সুযোগ পেয়ে যাচ্ছি। সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা অনেকেই হয়তো রূপান্তরিত হয়ে সিদ্ধতা বা সাধুতার পথে চলার চেষ্টা করছি। সাধুতার যাত্রাপথের প্রাথমিক পাথেয় হলো ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতার চর্চা করা। কেননা ত্যাগ কৃচ্ছ্রতার মধ্যদিয়ে আমরা আমিত্ব, আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে অন্যের মঙ্গল করতে পারি। বাস্তবতা মোকাবেলা করে কিংবা পরিস্থিতির কারণে আমরা অনেকে হয়তো পরিপূর্ণভাবে অন্যের মঙ্গল করতে পারিনা। কিন্তু অন্যের অমঙ্গল না করা এবং অমঙ্গল কামনা না করে মঙ্গল চিন্তা করতে পারাও একটি মহৎ কাজ।

আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মঙ্গল চর্চা করতে পারি। আরেকজন আমার ভালো ও মঙ্গল করবে এই প্রত্যাশায় সময়ক্ষেপণ না করে আমিই শুরু করি মঙ্গল চর্চা। আমি-তুমি করে একসময় তা আমরাতে সংক্রামিত হবে এবং মঙ্গল করার সংস্কৃতি গড়ে ওঠবে। আমরা এমন সময়ের মধ্যে আছি যখন আমরা তিনজন মঙ্গলকামী মহান মানুষের কথা স্মরণ করছি। ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন, ১৮ মার্চ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র মৃত্যুদিবস এবং ১৯ মার্চ মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফের মহাপর্ব দিবস। তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তিনটি দিবস পালন করা হলেও সকলের মধ্যেই সাধারণ একটি মিল রয়েছে। আর তাহলো ত্যাগ কৃচ্ছ্রতায় বলীয়ান তাঁরা। ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতা তাদের অলংকার। পরিবারের প্রধান হিসেবে যিশু ও মা মারীয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের জীবনকে নিরাপদ করতে সাধু যোসেফ নিজের সকল স্বপ্ন স্বাদ ত্যাগ করেছেন। তিনি জীবনের সর্বাবস্থায় উত্তম কাজগুলোই করেছেন। পরিবারের কল্যাণের জন্যই সবকিছু করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতা, নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগ জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। বঙ্গবন্ধুও দেশকে নিজ পরিবারের মতই ভালোবাসতেন। দেশের সকল মানুষের মঙ্গল চাইতেন। একজন আদর্শ পিতার মত অবাধ্য সন্তানদেরও ভালোবাসতেন ও সংশোধন দিতেন। নিজের জীবনের বিনিময়েও তিনি বাংলার মানুষের মঙ্গল চেয়েছেন। আর তাইতো বাংলার মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

বাংলাদেশ মণ্ডলী মার্চ মাসের ১৮ তারিখে পালন করে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর মৃত্যুবার্ষিকী। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকাতে মৃত্যুবরণ করেন। সুদীর্ঘ ২৮ বছর বিশপীয় দায়িত্ব পালন করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ পালক ও উত্তম নেতা। তাঁর সহজ-সরল সাধারণ জীবন-যাপন তাঁর অন্তরের দীনতারই বাহ্যিক প্রকাশ। পবিত্র বাইবেলের মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের পর্বতের উপর যিশুর শিক্ষা অংশে অষ্টকল্যাণ বাণীর প্রথমটি 'অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা স্বর্গরাজ্য তাদের।' আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও সেই ধন্য ব্যক্তি যিনি অন্তরে দীন হয়ে সর্বদা দীন-দরিদ্রদের পাশে থাকতেন ও সমর্থন দিতেন। ন্যায্যতা স্থাপনে এবং দ্বন্দ্ব-বিভেদ নিরসনে তাঁর বলিষ্ঠতা এখনো সবার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ ও কাঙ্ক্ষিত। ত্যাগে কৃচ্ছ্রতায় তিনি মহীয়ান।

মণ্ডলীর রক্ষক সাধু যোসেফ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশ মণ্ডলীর এক সময়ের কাণ্ডারী আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও অন্যকে ভালো রাখতে ও সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাতে সবরকম কষ্ট স্বীকার করেছেন। যথাক্রমে তাঁরা সর্বজনীন মণ্ডলী, দেশ ও স্থানীয় মণ্ডলীর পিতা ও পালক। অতি সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই ছিলেন মানুষের পাশে মানুষের কল্যাণে। তাই বাংলাদেশের আপামর জনতাও তাঁকে ভালোবেসেছিল হৃদয় দিয়ে। তাঁর ত্যাগময় জীবন ও সকল মানুষের কল্যাণ করার মনোভাব তাঁকে নেতৃত্বের উৎকর্ষতায় নিয়ে গিয়েছিল। জাতির পিতার ন্যায় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও পিতৃসুলভ ভালোবাসায় বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছেন সমৃদ্ধ, গৌরবান্বিত।

সাধু যোসেফ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র ত্যাগী কৃচ্ছ্রতাময় সাধারণ জীবনাদর্শ আমাদেরকে তপস্যাকালীন সাধনায় রত হতে অনুপ্রাণিত করুক॥ †

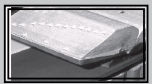

নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। - যোহন ১২: ২৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

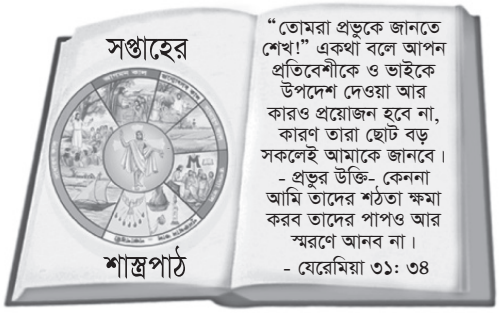

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৭ - ২৩, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৭ মার্চ, রবিবার
যেরে ৩১: ৩১-৩৪, সাম ৫১: ১-২, ১০-১৩, হিব্রু ৫: ৭-৯, যোহন ১২: ২০-৩৩
অথবা 'ক' পূজনবর্ষ থেকে নিম্নের তপস্যাকালীন রবিবাসরীয় পাঠও নেয়া যেতে পারে:
এজে ৩৭: ১২-১৪, সাম ১২৯: ১-৪, ৫-৮, রোমীয় ৮: ৮-১১, যোহন ১১: ১-৪৫ (বা ৩-৭, ১৭, ২০-২৭, ৩৩-৪৫)
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্ব

১৮ মার্চ, সোমবার
দানি ১৩: ১-৯, ১৫-১৭, ১৯-৩০, ৩৩-৬২, সাম ২৩: ১-৬, যোহন ৮: ১-১১
আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও-এর মৃত্যুবার্ষিকী (২০০৭)

১৯ মার্চ, মঙ্গলবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফ, *মহাপর্ব*
২ সামু ৭: ৪-৫ক, ১২-১৪ক, ১৬, সাম ৮৯:১-৪, ২৬-২৭, রোমী ৪: ১৩, ১৬-১৮, ২২, মথি ১: ১৬, ১৮-২১, ২৪ক (বিকল্প: লুক ২: ৪১-৫১ক)

২০ মার্চ, বুধবার
দানি ৩: ১৪-২০, ৯১-৯২, ৯৫, সাম দানি ৩: ৫২-৫৬, যোহন ৮: ৩১-৪২

২১ মার্চ, বৃহস্পতিবার
আদি ১৭: ৩-৯, সাম ১০৫: ৪-৯, যোহন ৮: ৫১-৫৯

২২ মার্চ, শুক্রবার
যেরে ২০: ১০-১৩, সাম ১৮: ১-৬, যোহন ১০: ৩১-৪২
বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

২৩ মার্চ, শনিবার
এজে ৩৭: ২১-২৮, সাম যেরে ৩১: ১০-১৩, যোহন ১১: ৪৫-৫৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৭ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ প্যাটেনৌউড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার নির্মল কস্তা (রাজশাহী)

১৮ মার্চ, সোমবার
+ ২০০৩ সিস্টার মলি ইমেল্ডা গমেজ এসএসএমআই (ময়মনঃ)
+ ২০০৭ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার লুইজি স্কুক্কাতো পিমে (রাজশাহী)
+ ২০২০ ফাদার সিরিল টপ্প (দিনাজপুর)

১৯ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৩ ব্রাদার জোরার্ড টুর্কোটি সিএসসি

২০ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৯৭ ফাদার আলফ্রেড জে. নেফ সিএসসি (ঢাকা)

২১ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৩ ফাদার আলবার্ট ব্লিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬০ ফাদার জেমস মার্টিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার এনরিকো ভিগানো পিমে (দিনাজপুর)

২২ মার্চ, শুক্রবার
+ ২০০৩ সিস্টার মেরী পাত্রিসিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী পেট্রা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৯০ ফাদার ফ্রান্সিস রোজারিও (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ সিস্টার অক্সিলিয়া পাহান সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফাদার বানার্ড পালমা (ঢাকা)

চতুর্থ অধ্যায়
অন্যান্য উপাসনা- অনুষ্ঠান

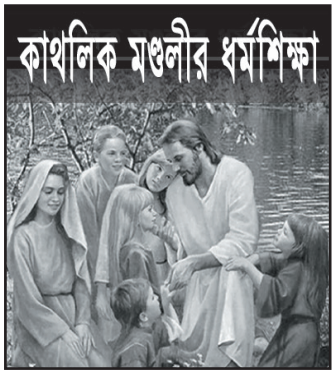

১৬৯১: "খ্রীষ্টান, তোমার মর্যাদা তুমি চিনে নাও, এবং যেহেতু তুমি এখন ঈশ্বরের নিজের প্রকৃতিতে সহভাগিতা করছ, তাই পাপ করে তুমি আর তোমার পূর্বেব নিম্ন অবস্থানে ফিরে যেয়ো না। মনে রেখো, কে তোমার মস্তক আর তুমি কার দেহের অঙ্গ। কোনদিন তুমি ভুলে যোয়ো না যে, অন্ধকারের শক্তির হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঐশরাজ্যের আলোতে নিয়ে আসা হয়েছে।

১৬৯২: ধর্মবিশ্বাসমন্ত্রে স্বীকার করা হয় মানুষের নিকট ঈশ্বরের সকল দানের মহত্ত্ব – তাঁর সৃষ্টি কাজে, এবং এর চাইতে বেশি, মুক্তি ও পবিত্রীকরণের কাজে। ধর্মবিশ্বাস যা স্বীকার করে, সংস্কারসমূহ তা প্রদান করে: নবজন্ম লাভের সংস্কারগুলো দ্বারা খ্রীষ্টানগণ হয়ে উঠেছে "ঈশ্বর- সন্তান" ও ঐশসরূপের সহভাগী"। বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাদের নতুন মর্যাদা দেখতে পেয়ে খ্রীষ্টানগণ "খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্য" জীবন যাপনের আহ্বান পেয়েছে। তাদেরকে এরকম জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা হয়েছে খ্রীষ্টের কৃপা ও তাঁর আত্মার দানের মাধ্যমে, সংস্কারগুলো গ্রহণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে।

১৬৯৩: খ্রীষ্টযীশু সবসময় যে- কাজ করেছেন তা পিতার মনোমত কাজ এবং তিনি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়েই জীবনযাপন করেছেন। তদ্রূপ খ্রীষ্টের শিষ্যগণ আহূত হয়েছে "যিনি সেই গোপন স্থানে বিদ্যমান" সেই পিতার সাক্ষাতে এমনভাবে জীবনযাপন করতে, যেন তাদের "কোন সীমা না থাকে, যেমনটি... স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা ছিল না"।

১৬৯৪: দীক্ষাস্নান দ্বারা খ্রীষ্টের সঙ্গে একদেহ হয়ে খ্রীষ্টানগণ, "পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত" এবং এজন্য পুণরুত্থিত প্রভুর জীবনে অংশগ্রহণ করে। খ্রীষ্টকে অনুকরণ করে ও তাঁর সঙ্গে একাত্ম থেকে, খ্রীষ্টানগণ "প্রিয় সন্তানের মত... ঈশ্বরের অনুকারী" হয়ে, "ভালোবাসায়" চলেন সাধনা করে, খ্রীষ্ট যীশুতে যে মনোভাব ছিল" তা অন্তরে ধারণ করে তাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য খ্রীষ্টের সদৃশ করে, এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে॥

ভুল সংশোধনী

প্রতিবেশীর সংখ্যা - ০৯ এর শেষ কভার ভিতরে পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনে "প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও"-এর মৃত্যুবার্ষিকী ১৮ মার্চ শনিবারের পরিবর্তে সোমবার হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২২ মার্চ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

ফাদার বিদ্যা পল বর্মন

তপস্যাকালের পঞ্চম রবিবার

১ম পাঠ : যেরে ৩১: ৩১-৩৪
২য় পাঠ : হিব্রু ৫: ৭-৯,
মঙ্গল সমাচার : যোহন ১২: ২০-৩৩

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা এখন তপস্যাকালের পঞ্চম রবিবারের উপাসনায় অংশগ্রহণ করছি। খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরা সকলে মানি যে তপস্যাকাল হলো অনুশোচনা ও অনুতাপ করার সময়। আত্মশুদ্ধি ও পরিবর্তনের সময়। এই পুণ্য সময়ে আমরা প্রভু যিশুর জীবন ও বাণী ধ্যান, ক্রুশের পথ, প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে আমাদের দূষিত অন্ধকারময় জীবন পরিবর্তন করে আলোর জীবনে প্রবেশ করে এক নতুন মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা করি।

এই উপাসনায় শাস্ত্রবাণীতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের কথা আমরা শুনেছি। সেই বাক্যদুটি হলো প্রথম পাঠে প্রবক্তা জেরেমিয়ার গ্রন্থে "ঈশ্বর নবসন্ধি স্থাপনের প্রতিশ্রুতির কথা বলছেন এবং মঙ্গল সমাচারে মানব পুত্রের মহিমা প্রকাশিত হবার সেই সময় এবার এসে গেছে। গমের দানা যদি মরে যায় তবে তা বহু ফসলই ফলায়। এখানে ক্রুশবিদ্ধ সেই জীবনময় রুটি প্রভু যিশুর ইঙ্গিত বহন করে।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলিতে "সন্ধি স্থাপনের" কথা উল্লেখ রয়েছে। যে মহাসন্ধি ঈশ্বর স্থাপন করেছিলেন তাঁর পুণ্যবান ভক্ত আব্রাহাম ও তার বংশধরদের সাথে (আদি ১৭:২)। তিনি তাদের রক্ষা করবেন, আশিসদান করবেন।

তারাও তাঁকে সেবা করবে, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। আজকের **১ম** পাঠে প্রবক্তা জেরেমিয়ার গ্রন্থে (জেরেমিয়া ৩১:৩১-৩৪) পদে দীনতম থেকে মহত্তম পর্যন্ত তারা সকলেই জানবে আমাকে, কেননা আমি যে ক্ষমা করব তাদের যত অপরাধ, কোন দিনও আর মনে আনব না তাদের পাপের কথা। এখানে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল ঈশ্বর। পাপীর অমঙ্গল চাননা। দুঃখের বিষয় ইস্রায়েল জাতির ইতিহাস তো অনেক অংশে তাদের সেই সন্ধি লঙ্ঘনের ইতিহাস। ঈশ্বর পুত্র প্রভু যিশু এ জগতে এসেছিলেন সম্পূর্ণ এক নতুন সন্ধি স্থাপন করতে। তা বিশেষ কোন জাতির সঙ্গে নয় বরং পৃথিবীর সমস্ত জাতির মানুষেরই সঙ্গে। যিশুই হলেন সেই মহাযাজক। সেই শ্রেয়তর বিশ্বজনীন সন্ধি সম্পাদিত হয়েছে তাঁর আত্ম-বলিদানেরই মধ্যদিয়ে (মথি ২৬:২৮, লুক ২২:২০, হিব্রু ৮:১৪-১৬) পদ।

গমের কোন দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে যায় এই কথার হচ্ছে খ্রিস্টের মত মনোভাব ও ভালোবাসা নিয়ে আত্মদান ও ত্যাগস্বীকার করলেই আমরা জীবনে পূর্ণতা লাভ করব। যিশু খ্রিস্ট মানব জাতির কল্যাণে ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলেই তাঁর দুঃখ, কষ্ট, যাতনাভোগ, ত্যাগস্বীকার ও মৃত্যু আমাদের জন্য প্রচুর ফল বয়ে নিয়ে আসলো। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যে নতুন সন্ধি স্থাপন করেছেন, মুক্তির মূল্যদান করেছেন এবং ঐশ জীবনের পূর্ণতা লাভের পথ উন্মুক্ত করেছেন॥

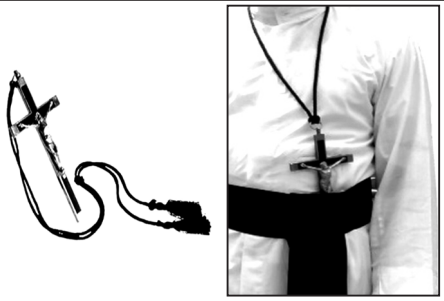

"নিমন্ত্রণ"

একজন অবলেট ব্রতধারী যাজক/ব্রাদার হওয়ার জন্য
"এসো ও দেখো যাও - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ"

প্রিয় ভাইয়েরা,
তোমাদের অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি তোমরা সকলেই তোমাদের সবগুলো পরীক্ষা ভালোমতো লিখেছ। তোমরা যারা মিশনারী অবলেটস অফ মেরী ইম্মাকুলেট সম্প্রদায়ে ফাদার/ব্রাদার হতে চাও, তাদের জন্য অবলেট ফাদারগণ **"এসো দেখে যাও"** প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন। প্রোগ্রাম শুরু হবে আগামী **১৭ এপ্রিল এবং শেষ হবে ১১ মে ২০২৪**। তোমরা যারা এই প্রোগ্রামে যোগ দিতে আগ্রহী, তাদেরকে নিম্নের তথ্য গুলো ভালভাবে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ

১। আমাদের **"এসো ও দেখো যাও"** শুরু হবে বুধবার ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে। তাই তোমাদেরকে ১৭ এপ্রিল বিকাল ৫টার মধ্যে অবলেট জুনিওরেট সেমিনারীতে উপস্থিত থাকতে হবে। তোমরা এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ বিকাল পর্যন্ত ঢাকায় জুনিওরেটে সেমিনারীতে অবস্থান করবে।
২। তারপর তোমরা ২১শে এপ্রিল থেকে ১১ মে, ২০২৪ পর্যন্ত সিলেট ধর্মপ্রদেশের লক্ষীপুর মিশনে অবস্থান করবে। এসময় প্রথমতঃ তোমরা ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ যুব কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "খ্রীষ্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ" কোর্সে অংশগ্রহণ করবে। দ্বিতীয়তঃ অবলেট ফাদারগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন ও মিশনারী জীবন সর্ম্পকে সহভাগিতা করবেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ে আসতে হবেঃ

১। পাল-পুরোহিতের কাছ থেকে ফর্ম এবং সুপারিশ পত্র আনতে হবে।
২। 'খ্রীষ্টিয় প্রশিক্ষণ কোর্স' এবং **'এসো ও দেখো যাও'** প্রোগ্রামের জন্য (৫০০.০০ + ১০০০.০০)/- মোট ১৫০০/- টাকা (মোট একহাজার পাঁচশত টাকা) নিয়ে আসতে হবে।
৩। প্রয়োজনীয় লেখার জন্য কাগজ, বলপেন, তেল, সাবান, টুথব্রাশ, পেষ্ট ও পকেট খরচের জন্য টাকা।
৪। তোমাদের ব্যবহার্য সামগ্রীঃ বিছানার চাদর বা বেডসিট (অবশ্যই), ছোট টর্স লাইট ও ছোট ছাতা, খেলার প্যান্ট।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আহ্বান পরিচালক **ফাদার সুজন কিস্কু ওএমআই** **মোবাইল: ০১৭৪৭-০১০৩৩৬** **০১৮৩৯-২৬২৫৬০**	**ফাদার জনি ফিনি ওএমআই** পরিচালক (অবলেট সেমিনারী) মোবাইল: ০১৭৪১-৮১৬৪৩২ ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই মোবাইল: ০১৮২২৮৬৭৬৮৬	**ফাদার সুবাস গমেজ ওএমআই** সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট মো: ০১৭১৬-৫৮৬৪১৪ ফাদার দিলীপ সরকার ওএমআই মোবাইল: ০১৭১১-৯২০০০৪

বিজ্ঞ/৫৫/২৪

তপস্যাকাল ও আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন

ফাদার স্ট্যান্‌লী কস্তা

তপস্যাকাল হচ্ছে চল্লিশ দিনব্যাপি খ্রিস্টীয় জীবনের একটি বিশেষ পথযাত্রা। Pasqua- a journey, a forty day long journey. এই পথযাত্রার মূল উদ্দেশ্য পুনরুত্থান, তবে শুধু পুনরুত্থান পর্ব নয়, খ্রিস্টীয় জীবনে পুনরায় উত্থান করার সময়, জীবনে পুন:জাগরণ হওয়া, জাগ্রত হওয়া, উজ্জীবিত হওয়া ও রূপান্তরিত হওয়ার সময়। নিম্নতর খ্রিস্টীয় জীবনের অবস্থা ও মান ছেড়ে একটু উপরে যাত্রা ও আরোহণ করার সময়। পর্বতে আরোহণ করার সময়। তাই প্রায়শ্চিত্তকালে আধ্যাত্মিক জীবন সাধনার অতি পরিচিত তিনটি অনুশীলনের কথা বলা হয়। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজ যা যিশুর জীবন থেকেই নেয়া। এই তিনটি আমাদের জীবনের প্রধান আত্মিক সংযম ও কৃচ্ছতাসাধন, যা আমাদের দেহ-মন-আত্মাকে পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে।

জীবনের পরীক্ষা-প্রলোভন ও তার নিরসন

প্রলোভন হল মন্দতার প্রতি আকর্ষণ, আমাদের সহজাত আসক্তি, আর এই প্রলোভনের কাছে পরাজিত হওয়া হল পাপ। 'খ্রিস্ট প্রলোভিত হলেন, কিন্তু, সেই প্রলোভনকে জয় করলেন'। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। অন্যদিকে সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম-হবা শয়তানের দেয়া প্রলোভনের কাছে পরাজিত হলেন এর ফলে মানবের পতন ও মৃত্যু আনলেন। সেই থেকে শুরু। 'জীবনের আগাছা তো শেষ হয়না' (বাদলা ঘাসের মত), তাই বার বার নিড়ানী দিতে হয়। আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি: "আর আমাদিগকে প্রলোভনে পড়িতে দিওনা, কিন্তু অনর্থ হইতে রক্ষা কর।"

জীবনের তিনটি মৌলিক প্রলোভন:

Hunger (ভোগের ক্ষুধা তৃষ্ণা)- Power (ক্ষমতার মোহ) - Possession (ধন সম্পদের লোভ)। Common বিষয়টি হল: আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থচিন্তা, আত্মসেবা, আমিত্ব (mother sins)। আর এর মাধ্যমে সুচতুর শয়তান যিশুকে তাঁর Mission অর্থাৎ 'সর্বদা পিতার ইচ্ছা পালন'- থেকে বিচ্যুত করতে চেয়েছে।

১ম পরীক্ষা: নিজের অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের শারীরিক ক্ষুধা মেটানো। খাদ্যের প্রতি লোভ, পেটুকতা, দেহের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা, কত ধরনের ক্ষুধা-চাহিদা আজ আমাদের। 'এই মন চায় যে more। বুদ্ধদেব বলেছেন: "জগৎ দুঃখময় আর দুঃখের কারণ হল ভোগের তৃষ্ণা"। দুঃখ নিবারণের উপায় হল চাহিদাকে মাত্রা দেওয়া। Don't exaggerate your needs.

এই প্রলোভন জয় করার ***রক্ষাবর্ম হল উপবাস***। "মানুষ কেবল রুটি খেয়েই বাঁচে না।" উপবাস হল পরিমিত খাওয়া, আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা, মনের ও দেহের কামনা বাসনাকে লাগাম পড়ানো। 'অপরিচ্ছন্ন ভোগ পরিত্যাগ করে পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ হওয়া'। উপবাস হল abstinence from sin. পাপের উপবাস, বদ অভ্যাস, পরনিন্দা, স্বার্থপরতা, অহমিকা পরিত্যাগ করা। উপবাস হল অন্তর ও আত্মায় পরিশুদ্ধ হওয়া। অন্যদিকে উপবাসের অর্থ হল ক্ষুধার্থ মানুষের কষ্টকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা, অপচয় রোধ করে অন্যকে সাহায্য করার জন্য উন্মুক্ত হওয়া।

২য় পরীক্ষা: "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে নীচে ঝাপিয়ে পড়"- Temptation of pride and position. শয়তান হবাকে বলেছিল,"তুমি যদি এই গাছের ফল খাও তবে ঈশ্বরের মত হবে"। পথচারীরা ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে দেখে বিদ্রুপ করে বলেছিল, "তুই যদি ঈশ্বরের পুত্র হোস তবে ক্রুশ থেকে নেমে আয়"। ২য় পরীক্ষাটি হল দেখিয়ে দেওয়া, ক্ষমতার বড়াই, ক্ষমতার মোহ, ক্ষমতার অপব্যবহার। আজ আমাদের দেশে, সমাজে চেয়ার দখলের, পদ দখলের ও ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে।

এই প্রভোলন জয়ের রক্ষাবর্ম হল- **প্রার্থনা:** তিনটি আহ্বানের মধ্যে প্রার্থনার স্থান প্রথম। সাধু আলফন্স বলেন, "যারা প্রার্থনা করে তারা নিশ্চিতভাবে পরিত্রাণ পাবে, যারা প্রার্থনা করে না, তাদের জীবনে অধঃপতন ঘটবে"। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে মিলন সাধনা, মিলনের প্রত্যাশা"। ক্ষুদ্রপুষ্প তেরেজা বলেন, "আমার জন্য প্রার্থনা হল অন্তরের এক ব্যাকুলতা, স্বর্গের দিকে এক নিবিড় দৃষ্টি, এ হল প্রেম ও স্বীকৃতি লাভের এক উদ্ধাত্ত কান্না যা আনন্দ ও কষ্ট উভয়কেই আলিঙ্গন করে"। প্রার্থনায় আমরা সুন্দর হই (Prayer transforms us.) প্রার্থনা আমাদের জীবনের সর্বাবস্থাকে স্পর্শ করে। আমরা আমাদের জীবনকে নিয়ে প্রার্থনায় যাই এবং প্রার্থনাকে নিয়ে জীবনে যাই। সাধু যোহন দামাসিস প্রার্থনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ঈশ্বরের দিকে হৃদয়মন তুলে ধরা অথবা ঈশ্বরের কাছে ভাল কিছু যাচ্না করাই প্রার্থনা"।

৩য় পরীক্ষা: শয়তানকে প্রভু বলে স্বীকার করে মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিশাল ধন সম্পদের মালিক হওয়া, রাজ ঐশ্বর্য লাভ করা। মানুষের মধ্যে ভোগের তৃষ্ণা, সম্পদের মোহ, জাগতিক আসক্তি রয়েছে। We are possessed by the demon of money. Money becomes our God. এটাই প্রতিমা পূজা, বস্তুর পূজা, জগতের পূজা। স্রষ্টাকে নয় সৃষ্টিকে পূজা করা।

এই প্রলোভন জয়ের রক্ষাবর্ম হল- নিঃস্বার্থ দয়াদান/সেবা (Alms Giving): Sharing, not the amount but the attitude of sharing. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুচ্ছেদ ২৪৬২- আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে "দরিদ্রদের সাহায্য দেওয়া হল ভ্রাতৃ প্রেমের সাক্ষ্য, এটা ন্যায্যতারও একটি কাজ যাতে ঈশ্বর খুশি হোন"। `Rich people are expected to be stewards of their belongings and to use their possessions for the glory of God. স্বার্থচিন্তা, আত্মপ্রেম হৃদয়কে কঠিন করে ফেলে। বর্তমানে ভোগবাদী সুখবাদী, জড়বাদী দুনিয়ায় মানুষ তাদের স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতি হারিয়ে ফেলছে। এমন কি তারা উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততায় (indifference) জীবন যাপন করছে (Who cares!)। কিন্তু খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধ জাগ্রত ও চর্চা করলে আমাদের সমাজে লাজারদের থাকবার কথা নয়।

প্রায়শ্চিত্ত কাল আমাদের উদার ও দানশীল হতে অনুপ্রাণীত করে, পরকল্যাণ চিন্তা ও অন্যের মঙ্গল সাধনে অনুপ্রাণীত করে। 'আমাদের দান হোক খ্রিস্ট সেবার দান ত্যাগের উপলব্ধির দান। ত্যাগের উপলব্ধির দান, উচ্ছিষ্ট (লাজার) বা উদ্বৃত্ত দান নয়; গরীব বিধবার দান, আনন্দিত দান, সর্বস্বদান । "Give until it hurts you"- Mother Teresa. "মণ্ডলীর কার্জে যথাশক্তি/ সাধ্য দান করিবে"।

এই তিনটি হল আমাদের জীবনের মৌলিক প্রলোভন। আদি শত্রু শয়তান আমাদের আদি পিতামাতা আদম হবাকে এই তিন প্রকার প্রলোভন দিয়েই ঘায়েল করেছিল- পেটুকতা, অহংকার ও লোভ। এই তিন শুধু তিন নয়, সমগ্র, -all the areas of human life one can be tempted এবং আমাদের জীবনগুরু যিশু মানব জীবনের মৌলিক ও প্রধান এই তিনটি প্রলোভন জয়ের প্রতিষেধক বা রক্ষাবর্ম হিসাবে শিষ্যদের তিনটি গুণ বা সৎকাজ অনুশীলনের শিক্ষা দিয়েছেন: উপবাস, প্রার্থনা ও সৎকর্ম বা দয়ার কাজ।

এই তপস্যা কালটিতে আমি নিজের গণ্ডি ছেড়ে বেড়িয়ে এসে অন্যের জন্য কিছু করতে পারি কি?

তপস্যাকালের এই তীর্থযাত্রা যেন ইস্রায়েলীয়দের সেই প্রতিশ্রুত-মুক্তির দেশে যাত্রা। আমাদের কৃচ্ছ সাধনা, প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াদানের মূল লক্ষ্য হলো- ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ - হোক তা এ জগতে বা স্বর্গরাজ্যে॥

প্রায়শ্চিত্তকাল খ্রিস্টানদের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কারের সময়

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

প্রায়শ্চিত্তকাল আমার কাছে কী অর্থ বহন করে?

আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জী অনুসারে বছর ঘুরে আসে প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকাল বা উপবাসকাল। যে নামেই ডাকি না কেন, এটি একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক যাত্রার কাল বা সময়। খ্রিস্টের অনুসারীদের জন্য গোটা জীবনটাই একটি আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ হলেও বিশেষ আধ্যাত্মিক যাত্রাকাল হিসাবে প্রায়শ্চিত্তকালটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। প্রায়শ্চিত্তকাল নিজের পরিবর্তন, পুনর্মিলন ও রূপান্তরের একটি সময় হতে পারে। মাতা মণ্ডলী আমাদেরকে চল্লিশ দিন সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে একজন রূপান্তরিত মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা ও প্রকাশ করার জন্য। আমাদের জাগতিক জীবনে না চাইলেও বা অসচেতন ও অবচেতনভাবে যেসব বিষয়ের দাসত্ব করি, তা থেকে মুক্ত হওয়ার, বিশেষভাবে মন্দতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ আসে এ সময়। এই সুযোগ আমরা কতটুকু কাজে লাগাতে পারি বা লাগাতে চাই সেটাই আসল বিষয়। ভস্ম বুধবারে কপালে ছাই মাখার মধ্যদিয়ে আমরা স্বীকার করি যে, আমরা খ্রিস্টের শিষ্য হিসাবে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ; সচেতন বা অবচেতনভাবে আমরা এটাও স্বীকার করি যে, তাঁর মত করে আমরা প্রায়শ্চিত্ত বা ত্যাগস্বীকার করতে ইচ্ছুক। কিন্তু গির্জাঘরে থাকা অবস্থায় এই উপলব্ধি, গির্জা থেকে বের হওয়ার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা আর থাকে না। কারণ আমাদের আচরণে কোন পরিবর্তন আসে না। তাহলে এই ভণ্ডামীর মানে কী? এটি একটি রহস্য মনে হয় যে, খ্রিস্টে দীক্ষাপ্রাপ্তির পর মঙ্গলসমাচার অনুসারে আমাদের জীবন-যাপন করার কথা, কিন্তু একশত ভাগ সে অনুসারে জীবন-যাপন না করলেও খ্রিস্টের অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে পৃথিবী নামক এই গ্রহের বৃহত্তম অংশও বটে। তবে খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হওয়ার নিরন্তর সাধনা করার জন্য খ্রিস্টমণ্ডলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেরকমই একটি ব্যবস্থা হলো এই প্রায়শ্চিত্তকাল।

প্রায়শ্চিত্তকাল হলো ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের একটি বিশেষ সময়। বিভিন্ন সাক্রামেন্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনের একটি প্রচেষ্টা আমরা এ সময় করতে পারি। তবে আধ্যাত্মিকতা ভালভাবে বুঝতে হবে। মানুষ প্রকৃতগতভাবেই আধ্যাত্মিক জীব বলা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হিতে বিপরীত হতে পারে। মূলতঃ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিশেষভাবে নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করে। তাই এ সময়কালে আমাদের অঙ্গীকার নবায়ন করতে হবে। যিশুর মঙ্গলবাণী ও মাতা মণ্ডলীর নির্দেশিত পথেই একমাত্র অভিষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারি।

প্রায়শ্চিত্তকালীন যাত্রায় এবারের মূলভাব

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এবারের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণীতে যে মূলভাব উপস্থাপন করেছেন তা হলো- 'ঈশ্বর মরুভূমির মধ্যদিয়ে আমাদেরকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করেন' তিনি বলেন, আমাদের জীবনটা মরুভূমির মধ্যদিয়ে যাওয়ার মত; অনেক ধরনের বিপদ-আপদ ও সমস্যার মধ্যদিয়ে আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তবে এই যাত্রাপথে আমাদের গন্তব্য বা প্রতিশ্রুত স্থান কোথায়, তা আবিষ্কার করতে হবে। মিশর থেকে ইস্রায়েলীয়দের বের হয়ে প্রতিশ্রুত দেশের উদ্দেশে যাত্রা আমাদের মুক্তির যাত্রাকেই নির্দেশ করে, যা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অর্জনকে বোঝায়। "আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন" *(যাত্রা ২০ঃ২)*-এটা ছিল সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোশীকে যে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন তার প্রথম কথা। দাসত্ব থেকে মুক্তির পথের এই যাত্রা কিন্তু বিমূর্ত নয়। যদি প্রায়শ্চিত্তকালের এই যাত্রা মূর্ত করতে হয় তবে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে দুই চোখ খুলে বাস্তবতাকে গভীরভাবে দেখা, উপলব্ধি করা। মিশরের দাসত্ব থেকে বের করার সময় ঈশ্বর বলেছিলেন-"আমি ইস্রায়েলীয়দের দুঃখ দুর্দশা দেখেছি, তাদের কান্না আমি শুনেছি।" আজকেও বহু দুঃখী, অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষের হাহাকার, কান্না ধ্বনিত হয়; সেই কান্না কি আমি শুনতে পাই? সেই হাহাকার, কান্না কি আমার অন্তরাত্মাকে নাড়া দেয়, কষ্ট দেয়? পোপ মহোদয় আরো বলেছেন, আমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রশ্ন করি-আমি কি নতুন একটি পৃথিবী চাই, যেখানে মানুষ সকল দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে? নতুন পৃথিবী গড়ার এই দায়িত্ব যিশু আমাদেরকে দিয়েছেন। যিশু তাঁর গড়া মণ্ডলীকে এই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন; যিশুর শিষ্য হিসাবে নতুন পৃথিবী গড়ার দায়িত্ব তো আমাদেরকেই নিতে হবে। আর নতুন পৃথিবী গড়ার উদ্দেশেই অত্যাচারিত, বঞ্চিত, দুঃখী মানুষের কান্না, কষ্ট দূর করার কাজ করতে হবে।

পোপ মহোদয় আরো যোগ করেন-আমরা কয়েক বছর ধরে মণ্ডলীর 'সিনোডাল' ধারা পুনঃআবিষ্কারের চেষ্টায় রয়েছি। এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা যেন সিনোডাল মণ্ডলীর চিহ্নরূপে সমাজগতভাবে যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি, যা আমাদের জীবনধারাকে বদলে দিবে; যেমন-সম্পদ অর্জনের ধরন, সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল, আমার প্রতিবেশি বা আমার পাশে থাকা মানুষের প্রতি আমার দায়িত্ব ইত্যাদি। পোপ মহোদয় সকল খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান করে বলেন-সুখী আনন্দময় সমাজ গঠনের জন্য আসুন আমরা আমাদের জীবনযাত্রার ধরন নিয়ে চিন্তা করি, সমাজে আমাদের উপস্থিতি ও আমাদের অবদান নিয়ে সিদ্ধান্ত নিই; তাহলে এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের জীবনে কিছু ভাল ফল নিয়ে আসার সম্ভাবনা তৈরী হবে। ইস্রায়েলীয়রা যেভাবে মরুভূমি ও লোহিত সাগর পার হয়ে প্রতিশ্রুত দেশে পৌঁছেছিল, তেমনিভাবে আজ মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের ত্যাগস্বীকার ও ফলদায়ক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রত্যাশিত সমাজ, দেশ ও পৃথিবী গঠিত হবে এবং শেষে স্বর্গের প্রতিশ্রুত স্থানে আমাদের স্থায়ী আবাসভূমিতে আমরা প্রবেশ করব।

খ্রিস্টের শিষ্যের পরিচয়

খ্রিস্ট যে তাঁর রক্ত দিয়ে আমাদের জন্য ঐশরাজ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তার মূল্য দিতে হলে আমাদের ভেতর-বাহিরের পরিবর্তন আবশ্যক। যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন মানুষের মুক্তির জন্য, গির্জাঘরে সেই ক্রুশের নীচেই আমাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই আমরা যিশুর শিষ্য হয়েছি। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন- 'তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালোবাসা থাকে, তাতেই তো সকলে বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য' *(যোহন ১৩ঃ৩৫)*, এ কথার তো কোন অর্থই আর থাকে না, যদি আমাদের মধ্যে পরিবর্তন না আসে বা আমরা রূপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠতে না পারি। কিসের ভিত্তিতে আমরা দাবী করব যে আমরা খ্রিস্টের শিষ্য? এভাবে তো আমাদের বড়াই করার কিছুই আর থাকে না। তাই সবচেয়ে বড় বিষয় হওয়া উচিত নিজের ভেতরের সত্তাকে নাড়া দেয়া; অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পরিবর্তিত মানুষ হওয়া। বাইরের বিষয় নিয়ে আমরা এতই মগ্ন ও আসক্ত যে, আমাদের আসল করণীয় কী-সেটাই চিহ্নিত করতে পারি না বা ভুলটাকে বাছাই করি। বাংলাদেশে অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ আমরা যারা খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচারের সাক্ষ্য বহন করার জন্য আহূত। আমাদের বড়

একটা সুযোগ ছিল খ্রিস্টীয় সমাজের প্রকৃত রূপ দেখানোর। কিন্তু এর কোন কিছুই করার চেষ্টা আমাদের নাই। কিছু বস্তুগত ভাল কাজের প্রশংসা পেয়েই আমরা বিমোহিত। তাই আর কিছু করার প্রয়োজন বোধও করি না। সাধু পৌল এখন আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর অবস্থা দেখে কী মন্তব্য করতেন তা নিয়ে আমরা মনপরীক্ষা করতে পারি।

প্রায়শ্চিত্তকালে কী অর্জন করতে চাই

এই প্রায়শ্চিত্তকালে প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই গতানুগতিক কিছু কর্মসূচী নেয়া হয়, যা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কারণ তার কোন ফল সমাজে প্রতিফলিত হয় না। সারা বছর যে সমস্যাবলী সমাজে, পরিবারে দেখা যায়, এ সময়ও তা বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে। ভাবখানা এই, গির্জাঘরে যা শিখি, যা বলি, যা স্বীকার করি, তা বাড়ীতে ফিরে গিয়ে করার দরকার নাই; দরকার যে আছে সে উপলব্ধি বা সচেতনতাও নাই। কিন্তু কোথায় নাই পরিবার পরিবারে দ্বন্দ্ব, হিংসা, বিদ্বেষ; এক পরিবারের উন্নতি দেখে পাশের পরিবারটি হিংসায় জ্বলে যায়, শিথিল সামাজিক বন্ধন, এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা, সামাজিক সংঘ-সমিতির দ্বন্দ্ব পাড়া-গ্রাম সমাজে প্রসারিত, এবং এর ফলে বিভাজন প্রকট আকার ধারণ ইত্যাদি। আমার মতে প্রায়শ্চিত্তকালে এগুলো দূর করার কার্যকর দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়ার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন দেখতে চায় সমাজের নিরীহ অংশ বা বলা যেতে পারে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশ। কিন্তু সবল অংশের কার্যকলাপে তাদের সেই চাওয়া আর বাস্তব রূপ পায় না।

এর কারণ হিসাবে মনে হয়, আমাদের সমাজের তথাকথিত অগ্রসর ও শক্তিমানরা দেখে যে, সমাজ ও মণ্ডলীর সর্বোচ্চ নেতারা দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের গুরুত্ব তেমন একটা দেন না। আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড তথাকথিত শক্তিমানদের অংশগ্রহণে ও পরিচালনায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর উপস্থাপিত বর্তমানে চলমান 'সিনোডাল মণ্ডলী'র যাত্রা বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। পোপ মহোদয় আমাদেরকে সচেতন করতে ও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, একসঙ্গে যাত্রাটা কথার কথা-ই থেকে যাবে, যদি না আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দুর্বল পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, নিরক্ষর, কথা বলতে পারে না বা জানে না, কথা বলতে ভয় পায়, সংকোচ বোধ করে ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষদের কথা না শুনি এবং তাদেরকে অগ্রে জায়গা দেয়ার ব্যবস্থা না করি। প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত নেতিবাচক বিষয়গুলো ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ থেকে দূর করার জন্য সমবেতভাবে কাজ করার। এখানেও প্রশ্ন থেকে যায় কে উদ্যোগ নিবে? ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিকল্পনায় এই কাজ অন্তর্ভূক্ত করতে পাল-পুরোহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। এভাবে পারস্পরিক মর্যাদা ও ভালোবাসাপূর্ণ সমাজ নির্মাণের চেষ্টা বাস্তবে চলমান রাখতে হবে; এবং এভাবেই মণ্ডলীর 'একসঙ্গে যাত্রা' সম্ভব হতে পারে।

প্রায়শ্চিত্তকালে ঐতিহ্যগত করণীয় ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু করা

মাতা মণ্ডলী প্রায়শ্চিত্তকালের কিছু করণীয় পালন ও চর্চা করার নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যেমন- এই সময়কালে আমরা যেন বেশি করে প্রার্থনা, উপবাস ও সেবাকাজ বা অন্যকে সাহায্য করি। প্রার্থনা আমরা সবসময়ই করে থাকি, কিন্তু এ সময়ের প্রার্থনা একটু ভিন্ন হওয়া দরকার। প্রায়শ্চিত্তকালে অনুতাপের প্রার্থনা-ই বেশি করা দরকার, কারণ আমরা পাপী মানুষ, বহু চেষ্টা করেও পাপ থেকে দূরে থাকতে পারি না। অনুতাপ অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে এবং পাপ থেকে তথা মন্দ কাজ, অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকার সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। অনুতপ্ত, দুঃখিত ও অনুশোচনামূলক হৃদয়ে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হবে ও ক্ষমা চাইতে হবে। একই সাথে প্রতিবেশির সাথে দ্বন্দ্ব বা শত্রু মনোভাবাপন্ন থাকলে তা দূর করার আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। আর একাজে সফল হওয়ার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করতে হবে।

উপবাস বলতে মূলতঃ খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকাকেই আমরা বুঝে থাকি। তবে ভালভাবে বুঝতে হলে 'উপবাস ও ত্যাগস্বীকার' বলা-ই যুক্তিযুক্ত। উপবাসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের উপর আমরা কতটা নির্ভরশীল। উপবাসের মাধ্যমে আমরা বস্তুগত সম্পদ যা বাঁচাই তা অভাবী মানুষকে দিলে তবেই তা ত্যাগস্বীকার করা হবে। শুধুমাত্র উপবাস এর আনুষ্ঠানিকতা করার মধ্যে কোন ফল নাই, কারণ সেখানে ঈশ্বরের কোন আশীর্বাদ নাই। তবে কী ত্যাগ করব, তার সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া গুরুত্বপূর্ণ; এবং শুধু বস্তুগত জিনিস ত্যাগ বা খাদ্য গ্রহণ না করাকে উপবাস বলা চলে না। সত্যিকার অর্থে নিজেকে নতুন মানুষরূপে রূপান্তর করা এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইলে নিজের খারাপ দিকগুলোকেও ত্যাগ করতে হবে, যা শুধু নিজের ক্ষতি নয় বরং পরিবার ও সমাজেরও ক্ষতি করে।

প্রায়শ্চিত্তকালে সেবাকাজ বা অভাবী মানুষকে সাহায্য করার জন্যও আমরা বিশেষভাবে আহূত। শুধু প্রার্থনা ও উপবাস-ই যথেষ্ট নয়, অন্যের প্রতি আমার দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তা পালন করাও এ সময়ে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রভু যিশু তাঁর শিষ্য হিসাবে আমাদের করণীয় ও পালনীয় বিষয়গুলো সারমর্ম করে দিয়েছেন এই বলে- "তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। আর তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতই ভালোবাসবে" *(মার্ক ১২ঃ৩১-৩১)*। তাই ঈশ্বরকে পেতে চাইলে প্রতিবেশিকে ভালোবাসতেই হবে।

অতএব, এ সময়ে বেশি করে প্রার্থনা, উপবাস ও সেবাকাজ করতে আমরা আহুত ও নির্দেশিত। তবে মণ্ডলীর নির্দেশিত এরকম বিশেষ বিশেষ সময়কালে (যেমন- প্রায়শ্চিত্তকাল, আগমনকাল) আমার মনে একটি প্রশ্ন প্রায়ই উদিত হয়; তা হলো-এই বিশেষ সময়কালগুলোতে বেশি করে প্রার্থনা, উপবাস ও সেবাকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে সাধারণ সময়গুলোতে তা করতে পরোক্ষভাবে শিথিলতা উৎসাহিত হয় কিনা, সেটা দেখার বিষয়। কারণ শুধু বিশেষ সময়ে নয়, খ্রিস্টীয় জীবন সারা জীবনের জন্য একই রকমভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশেই আমরা প্রভু যিশুর আশ্রয়ে এসে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। তা না হলে তো খ্রিস্টান নামের সার্থকতা-ই থাকে না। তাই ধর্মগুরুদের উচিত উপদেশগুলোতে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার সচেতনতা দান করা।

নিজের করণীয়

প্রায়শ্চিত্তকাল বছরের একটি পবিত্র সময়। খ্রিস্টে বিশ্বাসীগণ ফলপ্রসূ জীবন গঠনে এ সময়কালে পবিত্র আশা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিয়ে সকল কাজ করা একান্ত দরকার। একেবারে ব্যক্তিগতভাবে নিজের জীবনের দৈনন্দিন ছোট ছোট কাজ নিয়ে ধ্যান, প্রার্থনা, অনুতাপ ও অঙ্গীকার করার মধ্যদিয়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনয়নে অটুট দৃঢ়তা দেখাতে হবে। তবে তা স্বর্গে যাওয়ার জন্য নয়, বরং পরিবার, দেশ, সমাজ তথা গোটা পৃথিবীকে সুন্দর করার জন্যই তা করব। আর তা যদি করতে পারি তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বর্গে যাওয়া তো সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর অসীম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। চরম ধ্বংসস্তূপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করেছেন তিনি। সেই মহাপ্লাবনের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত অহংকারী, দুষ্ট, অনুতাপহীন পাপীদের ধ্বংস করে তাঁর বিস্ময়কর উদার প্রেম প্রদর্শন করে মানুষকে সেই পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন নিজ পুত্রকে এই পাপময় পৃথিবীতে পাঠিয়ে। তাঁর পুত্রের যন্ত্রণাময় ক্রুশের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তিনি আমাদেরকে নতুন জীবন দান করেছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা সেই সর্বশক্তিমান মহান ঈশ্বরকে ছাড়া কীভাবে জীবন কাটানোর চিন্তা আমরা করি ক্ষুদ্র মানুষ?

সাধু যোসেফের আদর্শে বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের পথচলা

ব্রাদার অংকন পিটার রিবেরু সিএসসি

একা গড়ে না কেউ, গড়ে অনেকে মিলে।
ধন্য ফাদার মরো- পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

ভূমিকা: ঈশ্বরের পরিকল্পনার সাথে আমাদের চিন্তার কোন মিল নেই। ঈশ্বর জন্ম থেকেই মানবদের মনোনীত করেন তাঁরই কাজ বাস্তবায়ন করতে। মানুষের জীবন দশায় কেউ কেউ ব্রতীয় বা যাজকীয় জীবনে প্রবেশ করেন আবার কেউবা সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেন। এই দুই জীবনই হল পবিত্র জীবন। ব্রতীয় জীবন হল পবিত্রতার একটি উদ্বৃত্ত কণ্ঠস্বর। তাই যারা আহ্বান জীবনে মনোনীত বিশেষত যারা সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার হন তাদের নিয়ে মাতা মণ্ডলীর আনন্দের কোন কমতি নেই। কেননা সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারগণ কালের পরিক্রমায় মণ্ডলীতে অতুলনীয় সেবা দিয়েছেন এবং এখনও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সন্ন্যাস সংঘ হিসেবে পবিত্র ক্রুশ সংঘ (Holy Cross Congregation) হল একটি বিশেষ মনোনীত সংঘ যেই সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নিগণ প্রতিক্ষণে আর্তমানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। তারা সবকিছুর উর্ধ্বে অপরের কল্যাণ বা মঙ্গলকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন।

বাংলাদেশে সংঘপ্রদেশ নিয়ে কিছু কথা: বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের অবদান অনস্বীকার্য হোক সেটা মণ্ডলীতে কিংবা জাতীয়ভাবে। বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের দুটি সংঘপ্রদেশ রয়েছে। একটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজকদের জন্য এবং অপরটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের জন্য। পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজকদের জন্য সংঘপ্রদেশের নাম যিশুর পবিত্র হৃদয় সংঘপ্রদেশ (Sacred Heart of Jesus Province) এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের জন্য সংঘপ্রদেশের নাম সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশ (St.Joseph Province)। সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের সকল সন্ন্যাসীই একেকজন ব্রাদার।

মূলভাবের নেপথ্যে: সাধু যোসেফকে নীরবকর্মী, ঈশ্বর বিশ্বাসী ও পালক পিতা হিসেবে অভিহিত করা যায়। কেননা তাঁর সকল কর্ম সাধনা নিরবে-নিভৃতে পরের মঙ্গল সাধন করেছিল। তাঁর সকল কর্মযজ্ঞই ছিল ঈশ্বর কেন্দ্রিক। ঈশ্বরে অফুরন্ত বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম নিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। তাই সাধু যোসেফের ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন করার যুক্তিযুক্ত সত্যতা নেই। এমন একজন সাধু পুরুষই সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের সকল ব্রতধারী ব্রাদারদের প্রতিপালক। কেননা ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মেরি মরো (পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা) ব্রাদারদেরকে সাধু যোসেফের নিকট উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশে সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের প্রত্যেকজন ব্রাদারই সাধু যোসেফের ন্যায় নীরবে নিভৃতে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন পরের কল্যাণার্থে। ব্রাদারগণ নিজেদেরকে জাহির করে নয় বরং ঈশ্বরে পূর্ণ আস্থাভাজন হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন। ব্রাদারগণ বিশ্বাস করেন, তারা যা কিছু করেন তা শুধুই অপরের মঙ্গলের জন্য।

সাধু যোসেফ একজন ব্রতধারী: সাধু যোসেফ ছিলেন একজন চিরকুমার। এক্ষেত্রে তাঁর কৌমার্যতা সর্বাঙ্গিক প্রশংসার দাবিদার। পবিত্র বাইবেল আনুসারে, সাধু যোসেফ কুমারী মারীয়াকে বিবাহ করেন। কুমারী মারীয়া গর্ভবতী হন পবিত্র আত্মার প্রভাবে। ঈশ্বরের নিজ পুত্রকে কুমারী মারীয়া গর্ভে ধারণ করেছেন (*মথি ১: ২০-২৫*)। সাধু যোসেফের সাথে কুমারী মারীয়ার কোন প্রকার শারীরিক সম্পর্ক হয়নি কেননা সাধু যোসেফের কৌমার্যতা ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত এক বিশেষ আশীর্বাদ। সাধু যোসেফের মধ্যে ভালোবাসার কোন কমতি ছিল না। তিনি মারীয়াকে ও যিশুকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তার মধ্যে কোন প্রকার মোহ, কামনা, বাসনা ছিল না। সাধু যোসেফের ভালোবাসা ছিল সবার প্রতি সমান ভালোবাসা। একই অর্থে বলা যায় সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের প্রত্যেকজন ব্রাদারই তাদের জীবনকে ব্রতময় করে তুলেছেন। তারা সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন যেন কেউ কখনও তাদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত না হয় কিংবা তাদের সংস্পর্শে এসে শূন্য হাতে ফিরে না যায়।

ব্রাদারদের পথচলা: বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের জন্যে একজন আদর্শ পালক হলেন সাধু যোসেফ। সাধু যোসেফকে নিয়েই সর্বান্তকরণে ব্রাদারদের পথচলা। মাতা মণ্ডলীতে সাধু যোসেফের পর্ব পালন করা হয় যথাক্রমে ১৯ মার্চ এবং ১ মে। সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের ব্রাদারগণ ১৯ মার্চ সাধু যোসেফের পর্ব ধর্মীয় ভাবগাম্বীর্যের মাধ্যমে পালন করে থাকেন। যার জন্যে ব্রাদারদের বিভিন্ন গঠনগৃহ ও কমিউনিটিগুলোতে বিশেষ প্রস্তুতি হিসেবে নয় দিনের নবাহ প্রার্থনা করা হয়। প্রতিটি গঠনগৃহ যথাক্রমে পবিত্র ক্রুশ কিশোরালয় (নাগরী), পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ (নারিন্দা), পবিত্র ক্রুশ জ্ঞানতপস্যালয় (চেন্নায়), পবিত্র ক্রুশ জ্ঞানতপস্যালয় (মোহাম্মদপুর)- বিশেষ নভেনা প্রার্থনা করা হয় এবং নবাহ সমাপ্ত হলে পর্বদিন উদ্‌যাপন করা হয়।

সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশে সাধু যোসেফের বিশেষ একটি মেডেলের প্রচলন রয়েছে। যখন একজন সাময়িক ব্রতধারী আজীবনের জন্য সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন তখন তাকে এই বিশেষ মেডেলটি দেওয়া হয়। এই মেডেলটির বিশেষত্ব হচ্ছে, ব্রাদারগণ যেন সাধু যোসেফের ন্যায় আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের জীবন সঁপে দেয়। নীরবকর্মী হয়ে যেন তারা পুণ্য কর্মে নিবেদিত হন।

আমরা জানি, সাধু যোসেফ পেশায় ছিলেন একজন ছুতোর মিস্ত্রি। তাঁর এই মহৎ পেশার সাথে বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কারিগরি বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল স্কুলকে (সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়- নারিন্দা ও বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুল- ফার্মগেট) কে তুলনা করা যেতে পারে। ব্রাদারগণও কারিগরি বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। যেখানে তারা নীরবে সেবা দিচ্ছেন ও ঐশ আশীর্বাদে দীনের জীবন ভরিয়ে তুলছেন। প্রতিবছর এই সকল কারিগরি বিদ্যালয় থেকে বহু শিক্ষার্থী আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত হচ্ছেন। সাধু যোসেফের ন্যায় ব্রাদারদের ক্ষুদ্র প্রয়াস অভাবী, অবহেলিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, দরিদ্র এবং অসহায় ব্যক্তিদেরকে নিয়ে। তারা জনসম্মুখে কোন কাজ করার চেয়ে গোপনে পুণ্য করাকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাইতো ব্রাদারগণ হলেন সাধু যোসেফের একনিষ্ঠ বন্ধু ও আশার স্থল।

শেষ কথা: সর্বাঙ্গীণ বিবেচনায় বলা যায়, বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ সাধু যোসেফের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সাধু যোসেফ যেমন নীরবকর্মী, যিনি নীরবে-নিভৃতে কাজ করেছেন ঠিক তেমনি ব্রাদারগণও নীরবে শুধুই অপরের মঙ্গল সাধন করে চলেছেন। তারা সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন। ব্রাদারদের আহ্বান হল একটি পবিত্র আহ্বান। যারাই ব্রাদারদের সংস্পর্শে আসেন তারাই এই আহ্বানের মর্ম আস্বাদন করতে পারেন। ব্রাদারদের মূল লক্ষ্যই হল মানব কল্যাণ। সাধু আন্দ্রের (পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম সাধু) কথা অনুসারে, মহান চিত্রকর মহৎ চিত্রকল্প তৈরিতে ক্ষুদ্রতম তুলিটিই বেঁছে নেন ঠিক তেমনি বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রত্যেকজন ব্রাদারই একেকটি ক্ষুদ্রতম তুলি যেই তুলি ব্যবহারে বিশ্ব প্রভু রূপে যিনি সমাসীন তিনি মহৎ কর্ম সাধন করে চলেছেন এবং যাদের আদর্শ হলেন সাধু যোসেফ॥

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল একজন সাধু ব্যক্তি

ফাদার কমল কোড়াইয়া

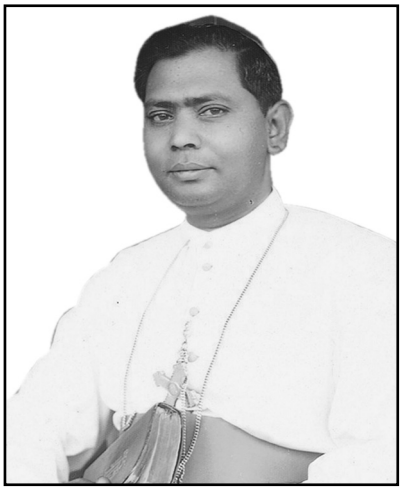

কি অপূর্ব এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রার্থনা, ভালোবাসা ও আশা নিয়েই তিনি পালকীয় সেবাদান করেছেন। হাঁটা পথে, পথে-ঘাটে, নৌকায়, বাসে, প্রাইভেটকারে, বিমানে যেভাবেই তিনি যাত্রা করতেন তাঁর একান্ত প্রিয় সঙ্গী ছিল প্রার্থনা বই ও ক্যাসাক। সময় পেলেই তিনি প্রার্থনা বই খুলে বসতেন। নীরবে-নিভৃতে তিনি যে কত দীন-দুঃখীকে সাহায্য করেছেন-তাতো আমার নিজের চোখেই দেখা। অনেকে তাঁর কাছে এসে কথা বলেই মনে শান্তি পেতেন। আসতেন ভয়বিহ্বল হয়ে ফিরে যেতেন তৃপ্ত মনে হাসতে হাসতে। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ছিলেন এমনই একজন সেবক, পালক, ঈশ্বর ভক্ত মানুষ। এমন একজন ঈশ্বর নির্ভরশীল প্রজ্ঞাবান পালক বাংলাদেশে বর্তমানে খুব প্রয়োজন।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বরের কথা। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর তিনতলা ভবনের সামনে উন্মুক্ত মাঠে আমার যাজকীয় অভিষেক শেষে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান চলছিল। আমার গলাভরা ফুলের মালা। অনেক প্রশংসাসূচক কথাবার্তা। যেন আমার গুণের আর শেষ নেই। পাশেই ছিলেন আর্চবিশপ মাইকেল। তিনি আমার কানে কানে বললেন, তোমার যে গুণাবলীর কথা এখন বলা হচ্ছে -তা তোমার কিন্তু নেই। তারা তোমার কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করেন। তোমাকে তা অর্জন করতে বলছেন। তিনি আরও বললেন, তোমার গলায় অনেক ফুলের মালা। যখন তুমি তাদের ইচ্ছা মত কাজ করতে পারবে না, সত্য কথা বলবে, ন্যায্যতার পক্ষে কাজ করবে তখন অনেকেই তোমার গলায় ফুলের মালার বদলে জুতার মালা পড়াতেও পিছু পা হবে না। যাজকীয় জীবনের এতগুলো বছরে কতবার যে তাঁর অমর বাণীর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি আর আর্চবিশপ মহোদয়ের কথা স্মরণ করেছি!

আমি তখন বনানী জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর (বর্তমানে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী) ৪র্থ বর্ষের সেমিনারীয়ান। ফাদার পৌলিনুস কস্তা (পরে আর্চবিশপ পৌলিনুস) আমাদের পরিচালক। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের কথা বলছি। দেশ তখন রাজনৈতিকভাবে অস্থির। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে হরতাল-অবরোধ চলছে। সেমিনারীর খাবার-দাবার দেখার দায়িত্ব ছিল আমাদের ক'জন সেমিনারীয়ানের উপর। পরিচালক বললেন, সামনেই মুসলমানদের রোজা। মাছ-মাংসের দাম বেড়ে যাবে। বেশি করে মাছ কিনে রাখ। খুব সকালে আমি বাবুর্চি লুকাশকে সাথে নিয়ে সেমিনারীর মাইক্রোবাসে সুয়ারীঘাটে গেলাম মাছ কিনতে। যাবার সময় কোন অসুবিধা হয়নি। কোন অস্বাভাবিকতাও চোখে পড়েনি। প্রায় দশ হাজার টাকার বিভিন্ন ধরনের মাছ কিনে মনের আনন্দেই ফিরছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছেই পলাশী এলাকায় আসতেই একদল লোক আমাদের ঘিরে ধরল। তারা চিৎকার করে বলছিল-আজ এ অঞ্চলে হরতাল। গাড়ী নিয়ে বের হলি কেন? কিছু বুঝার আগেই তারা আমাদের গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। আর মাছগুলো নিজের মনে করে নিয়ে গেল। ধরেই নিয়েছিলাম আমার যাজকীয় আহ্বান শেষ। খুব ভয়ে ভয়ে শূন্য হাতে সেমিনারীতে ফিরলাম। পরিচালক বাবুর্চি লুকাশের মুখে আগেই সব ঘটনা শুনেছেন। খুব অপরাধীর মত পরিচালকের সাথে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখেই ফাদার পৌলিনুস বললেন, 'গাড়ী পুড়েছেতো কি হয়েছে? আর একটা গাড়ী পাওয়া যাবে। তুমিতো অক্ষত-সুস্থ আছো। সে সময় এ কথাগুলো আমার জন্যে কি স্বস্তিদায়ক ছিল তা বুঝানো যাবে না। পরিচালক বললেন, আমি আর্চবিশপের সাথে সবই আলাপ করেছি। তিনি খুব চিন্তায় আছেন। তুমি তাঁর সাথে কথা বল। ভয়েতো আমার আত্মা-পরাণ শেষ। সামনাসামনি আর্চবিশপ মাইকেলের সাথে আমার কোন দিন কথা হয়নি। শুনেছি তিনি খুব রাগী মানুষ। আমার হাত-পা কাঁপছে। ভেবেই পাচ্ছিলাম না কি ভাবে কি বলব। পরিচালক নিজেই ল্যান্ড ফোন ডায়াল করে আমাকে বললেন, কথা বল। ভয়ে আমার শ্বাস-নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কাঁপা কাঁপা স্বরে হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে আর্চবিশপ মহোদয় আমাকে বললেন, কিছু খেয়েছো? এখন তো প্রায় তিনটা বাজে। শুনেছি খুব ভোরে নাকি মাছ কিনতে গিয়েছিলে। অভিজ্ঞতা ভাল। তবে তোমার অভিজ্ঞটা খুব ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। জীবনে এটা কাজে লাগাবে। তোমার জন্যে অবশ্যই দুপুরের খাবার রাখা হয়েছে। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নাও। কথাগুলো তখন আমার জন্যে যেন অমৃত বাণী মনে হচ্ছিল। কি যে ভাল লেগেছিল তা আজও আমাকে শিহরিত করে, অভাবনীয় সান্ত্বনা যোগায়। আমার যাজকীয় জীবনেও তাঁর অসাধারণ স্নেহ-ভালোবাসাময় অনেক কাজ স্বচোখে দেখেছি। ১৯৯৬ থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ পর্যন্ত আর্চবিশপ ভবনে এ মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি লক্ষীবাজারে খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ও যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছি আর থেকেছি আর্চবিশপ হাউসে। দেখেছি কোন ফাদার আর্চবিশপ হাউজে এলে তার প্রথম কথাই ছিল- কখন এলেন? থাকার রুম পেয়েছেন? কিছু খেয়েছেন? আমি কোনদিনই শুনিনি কোন ফাদার এলে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন-কখন আপনি ফিরে যাবেন। বরং তিনি উৎসাহিত করে বলতেন- একটু বিশ্রাম করুন।

তার পরের অভিজ্ঞতা অবশ্য অনেকটাই আলাদা। দেখেছি কোন যাজক আর্চবিশপ হাউজে এলে প্রথমেই বিষন্নমুখে প্রশ্ন, কখন ফিরে যাবেন? ভাবটা যেন এই- আপনার কোন কাজ নেই? কেন আর্চবিশপ হাউজে এলেন? অথচ আর্চবিশপ হাউজ হল ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের স্থায়ী ঠিকানা। পিতার গৃহ। ক্রমান্বয়ে তাই আর্চবিশপ হাউজে আসাটাই অনেক কমে গেছে। আসলেও অনেকে থাকতে চান না।

আর্চবিশপ মাইকেলকে দেখেছি সকালে নাস্তার টেবিলে বড় বড় পালকীয় সমস্যার আলোচনা ও পরামর্শ দিতে। নির্ভুল তাঁর পরামর্শ। এ যেন ঈশ্বরেরই এক মহা দান। পূর্ব কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন ছিল না। অনেক ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার সকালের নাস্তার টেবিলেই আর্চবিশপ মহোদয়ের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপটুকু করে নিতে পছন্দ করতেন। আর্চবিশপ হাউজের খাবারের মান হয়তো ততো উন্নত ছিল না। আর্চবিশপ মহোদয় খুব সাদামাটা জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু তাঁর আতিথ্য ছিল অসাধারণ। মানুষের সাথে তাঁর আদান-প্রদান ছিল খুবই মানবিক ও মমতায় ভরা। সত্য কথা বলতে, তিনি কোনদিন পিছুপা হতেন না। তবে সময় সুযোগ বুঝে তিনি সংশোধনী দিতেন, ভুল-ভ্রান্তির কথা বলতেন, প্রয়োজনে মৃদু তিরস্কার করতেন। অন্যের সামনে তিনি কাউকে অপমান করতেন না। আবার অন্যায়ের সাথে আপোষও করতেন না। সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। ছোট ছোট সিস্টারদেরও তিনি 'আপনি' করে সম্বোধন করতেন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপও তিনি করতেন খুব আন্তরিকতার সাথে। স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মি. সামসন চৌধুরী, দিলীপ দত্ত, ড. সাইমন, স্মিথ অধিকারী. সুশান্ত অধিকারী, সুশীল অধিকারী, বিশপ বিডি মণ্ডলসহ অন্যান্য খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মীয় নেতাদের সাথে ছিল তাঁর মধুর সম্পর্ক। ধর্মীয় নানা সমস্যায় তারা এক সাথে কাজ করেছেন। সকলেই আর্চবিশপ মাইকেলকে একবাক্যে 'ধর্মীয় নেতা' হিসেবে মেনে নিতেন। গ্রহণ করতেন।

কোন ধর্মপল্লীতে গেলে তিনি তাঁর যাজকদের সাথে একান্তে আলাপ করতেন। তাঁদের কথা শুনতেন। তাঁদের দুঃখ-সুখ, ভাল-মন্দ তিনি মনযোগসহ শুনতেন। বাবার মত পাশে দাঁড়াতেন। সাহস যোগাতেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন-পালকীয় কাজে ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারগণ তাঁর সহকর্মী, শুধু মাত্র সাহায্যকারী নন। তিনি খ্রিস্টভক্তদের কথাও একান্তচিত্তে শুনতেন। গঠনমূলক পরামর্শ দিতেন। কর্মরত যাজক-ব্রতধারীদের খ্রিস্টভক্তদের সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন- তাঁর একার পক্ষে গোটা মহাধর্মপ্রদেশে সেবা কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। সকল সমস্যা জানা ও সমস্যা সমাধানে কার্যকরী প্রদক্ষেপ

নেয়াও অসম্ভব। তাই ধর্মপল্লীতে গিয়ে তিনি থাকতেন। পবিরবার পরিদর্শন করতেন। যাজক-ব্রতধারী ও পালকীয় পরিষদের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাদের সাথে আলোচনা করতেন। দিক নির্দেশনা দিতেন। বর্তমান বাস্তবতায় আর্চবিশপ মাইকেলের মত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা গোটা বাংলাদেশই খুব অনুভব করছে। এখন যে তাঁর মত সুদূর প্রসারী বিচক্ষণ দক্ষ ধর্মীয় গুরুর খুবই দরকার ছিল।

আর্চবিশপ মাইকেল চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল ধর্মপ্রদেশ ছাড়া অন্য সকল ধর্মপ্রদেশেই দক্ষতার সাথে বিশপীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপীয় দায়িত্ব পালনকালে তিনি রাজশাহীরও বিশপ ছিলেন কারণ তখনও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের জন্ম হয়নি, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশেরই একটি অংশ ছিল। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ময়মনসিংহ ও সিলেটের আর্চবিশপ ছিলেন কারণ ময়মনসিংহ ও সিলেট তখনও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সাথেই যুক্ত ছিল। রাস্তাঘাট তখন খুবই খারাপ ছিল। এত ব্যাপক পালকীয় এলাকায় সেবা তিনি একাই দিয়েছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনগণের সাথে থেকেছেন; তাদের সুখ-দুঃখের সহভাগী হয়েছেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের সকল ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন মিশনারী সকল প্রতিষ্ঠান- গির্জা-কনভেন্ট-স্কুল-বোডিং যেন অন্য ধর্মের ভাই-বোনদের জন্যে আশ্রয় শিবির হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধ্যমত তাদের সার্বিক সহযোগিতা করা হয়। তিনিও তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে উদ্বাস্তু-অভাবীদের সাহস যুগিয়েছেন। থাকা-খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদেরও তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। দেশমাতৃকা রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করেছেন।

একজন বিশপ ও পরে আর্চবিশপ হিসেবে যাঁর এত অবদান তিনি অনেক যাজকদের সামনেই একদিন বলেছিলেন- আমি কিন্তু বিশপ হতে চাইনি। যখন আমাকে প্রথম দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে ভাটিকান থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় তখন আমার অমত প্রকাশ করেছিলাম। আমার অযোগ্যতা ও অপারগতা জানানোর জন্যে তৎকালীন পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপেন্ডিতে অবস্থিত ভাটিকান দূতাবাসে গিয়েছিলাম। পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আমার কথা শুনে বলেছিলেন- আপনি কি আপনার ইচ্ছা পালন করার জন্যে যাজক হয়েছেন, না ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সেবাকাজ করার জন্যে যাজক হয়েছেন? পরম করুণাময় ঈশ্বর পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের মধ্যদিয়ে আপনাকে বিশপ হিসেবে পালকীয় দায়িত্ব পালন করার আহ্বান করছেন। তখন আমি আর না করতে পারিনি।

আর্চবিশপ মাইকেল ছিলেন একজন অসাধারণ বক্তা। তাঁর বাগ্মীতা সকল শ্রেণীর সকল মানুষের কাছে সুপরিচিত ছিল। তিনি অতি সাধারণ শব্দমালা ব্যবহার করে অসাধারণ বক্তব্য দিতে পারতেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত মানুষ দীর্ঘ সময় তাঁর কথা শুনতেন। অনেকে আবার আফসোস নিয়ে ফিরে যেতেন কবে আবার আর্চবিশপ মহোদয়ের হৃদয়গ্রাহী বাস্তবধর্মী জীবনের কথা শুনতে পাবেন। ফোন করে জেনেও নিতেন আর্চবিশপ মহোদয় আবার কবে কোথায় উপদেশ দেবেন।

আর্চবিশপ মাইকেল আজ আর আমাদের মধ্যে সশরীরে নেই। ভাল-মন্দ মিলিয়েই মানুষ। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মানুষ। তিনি কখনও তাঁর দুর্বলতা অস্বীকার করেননি, এড়িয়েও যেতে চাননি। দুর্বলতা-পাপময়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে পালকীয় কাজে সামনে এগিয়ে গেছেন। উপদেশে তিনি যা অন্যকে বলতেন তা তাঁর জীবনের পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। পুণ্য-পবিত্র জীবন-যাপনে সদা সজাগ থাকতেন। একা নয় সকলকে নিয়েই তিনি ঈশ্বরের পথে চলতে দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে যেতেন। অন্যকেও অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি সত্যিই একজন প্রকৃত ঈশ্বর সেবক। তাঁর মনোনীত মহান পুরুষ। আজ তাই অনেক খ্রিস্টভক্তের মুখেই শুনা যায়- ঈশ্বর অনুরাগী মহাত্যাগী আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওকে কবে সাধু শ্রেণীভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে? এ দাবী শুধু খ্রিস্টভক্তদের নয়, অনেক যাজক-ব্রতধারীদেরও একই প্রশ্ন-স্থানীয় মণ্ডলীতে একজন সাধু পেতে আমাদের আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে?

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, রেজিষ্ট্রেশন নং- ৬৬/০৩,
মোবাইল : ০১৭১৭-১৫৩১২৩, ০১৬৩১-৮৪৪৮৭৪, E-mail: ucbssltd@gmail.com, ucbss_ltd@yahoo.com,
সূত্র নং: উ.খ্রী.ব.স.স.লি:-এস : ২০২৩-২৪/৯৩ তারিখ : ১১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত সুধী,

এতদ্বারা উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ৬ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি:, রোজ-শনিবার, বিকাল ৫:৩০ মিনিটে নয়ানগরস্থ ডি' মাজেন্ড কাথলিক গীর্জা, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২-তে** সমিতির এক **বিশেষ সাধারণ সভার** আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত **বিশেষ সাধারণ সভায়** সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাগণকে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার আলোচ্যসূচী :

১. উপস্থিতি গণনা ও কোরাম ঘোষণা, আসন গ্রহণ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন ও প্রার্থনা।
২. চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য।
৩. নর্থ-বেঙ্গল সেন্টার : ফ্ল্যাট ক্রয় কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন, আলোচনা ও অনুমোদন।
৪. কোরাম পূর্তি লটারী ড্র।
৫. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

বিশেষ ঘোষণা : *সকলের জন্য বিকালের টিফিন ও রাতের আহারের ব্যবস্থা থাকবে।*

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পিউস ছেড়াও
সেক্রেটারি, উ:খ্রী:ব:স:স:লি:

তার্সিসিউস পালমা
চেয়ারম্যান, উ:খ্রী:ব:স:স:লি:

অনুলিপি : ১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড
৪। সমিতির অফিস ফাইল

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

ক. সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
খ. সদস্যগণকে বিকাল ৫:৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে স্ব স্ব **খাদ্য কুপন** সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
গ. বিকাল ৫:৩০ মিনিটের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবল মাত্র কোরাম পূর্তি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

সভার পর ইস্টার পূনর্মিলনী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ধন্যবাদ।

বিজ্ঞ/৫৯/২৪

প্রসঙ্গ : জনপদের আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

ফাদার আলবাট রোজারিও

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী যখন মারা যান আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। বান্দুরা সেমিনারীতে আমরা শুধুমাত্র মেট্রিক পরীক্ষার্থীগণ ছিলাম। অন্য সেমিনারীয়ানগণ বড়দিনের ছুটিতে বাড়ীতে। আর্চবিশপের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বিখ্যাত বনছায়া লঞ্চে আমরা ঢাকায় এসেছিলাম। লঞ্চে আঠারগ্রামের আরো অনেক লোক ছিল। আর্চবিশপকে সমাধিস্থ করে একই লঞ্চে বান্দুরা সেমিনারীতে ফিরছিলাম। লঞ্চে পুরো পথেই একটিই আলোচনা– পরবর্তী আর্চবিশপ কে হবেন? বেশিরভাগ লোকদেরই সেদিন বলতে শুনছিলাম– খুলনার বিশপ মাইকেল ডি' রোজারিও সিএসসি-এর নামটা। কারো মুখে দিনাজপুরের বিশপ মাইকেলের নামটা সেদিন শুনতে পাইনি। আমি অবশ্য তখন বিশপ মাইকেলকে চিনতাম না। আঠারোগ্রামের লোকদের মত আমার কাছেও কেন যেন তাই মনে হচ্ছিল। তখন এসব বিষয় আমরা আর কি-ই বা বুঝতাম? যখন ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি দিনাজপুরের বিশপ মাইকেলের নামটা ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে ঘোষণা করা হলো সেই বয়সে একটু অবাকই হয়েছিলাম। কারণ আমার মনে ছিল খুলনার বিশপ মাইকেল ডি' রোজারিও'র নাম।

ঢাকার আর্চবিশপ হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তাঁকে ভালো করে জানার ও চেনার সুযোগ হয়। রমনার সবুজ চত্বরে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল তাঁর আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে থাকার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। রমনায় যে সকল বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এটি ছিল একটি অনন্য অনুষ্ঠান। যারাই এই অনুষ্ঠানে সেদিন যোগ দিয়েছিলেন তারা সকলে আজও সেই অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণ করেন। মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মত একটি অনুষ্ঠান। রমনা সেমিনারীতে থেকে আমি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আই এ এবং ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বি এ পাশ করি। তাই এই চার বৎসর তাঁকে খুবই কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়। তিনি সেমিনারীয়ানদের খুব স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন এবং নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতেন। সেমিনারীর যে কোন প্রয়োজনে উদারভাবে সাহায্য করতেন। আমাদের সাথে দেখা হলে বলতেন, কি খবর? ভালো আছ? পড়ালেখা ঠিক মত চলছে? আমরা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিতাম। বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর মিসায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে। তাঁর উপদেশ সকলেই পছন্দ করতেন। তিনি যে সেমিনারীয়ানদের কত ভালোবাসতেন তার একটা উদাহরণ দেই– ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে শান্তিরাণী সিস্টারদের জুবিলী হয়। সে সময় দিনাজপুরের বিশপ ছিলেন বিশপ মাইকেল রোজারিও। সেই জুবিলীতে ঢাকা থেকে যত সেমিনারীয়ান গিয়েছিলেন তিনিই তাদের যাতায়াত খরচ এবং ওখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাঁকে দেখতাম খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে চ্যাপেলে প্রার্থনা করতে। আর্চবিশপ ভবনে দ্বিতীয় তলার বারান্দায় তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত হেঁটে হেঁটে রোজারীমালা বা প্রাহরিক প্রার্থনা করছেন বা বারন্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন বা ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারদের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ করছেন। কোন সমস্যাই তাঁর কাছে সমস্যা মনে হতো না। এত সুন্দর করে সব সমস্যার সমাধানের পথ বলে দিতে

পারতেন। এত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ খুব কমই দেখেছি।

এসময় ঘটে যায় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। আর্চবিশপ মাইকেল গাড়ী ড্রাইভ করতে অনেক পছন্দ করতেন। বিভিন্ন লং ড্রাইভেও তাঁকে ড্রাইভ করতে দেখা গেছে। তিনি যখন ঢাকার আর্চবিশপ হন তখন অধিষ্ঠিত হবার ২ দিন আগে নিজেই তাঁর জীপ ড্রাইভ করে দিনাজপুর থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি নিজে ড্রাইভ করে দিনাজপুর একটি প্রোগ্রামে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। গাড়ীতে ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ পরবর্তীতে যিনি ময়মনসিংহের বিশপ হয়েছিলেন সহ সিস্টারগণ ছিলেন। তখন শীতকাল ছিল। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়েছে। আমিন বাজারের কাছে গিয়ে ঘটে গেল সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ। জিপ গাড়ীটি দুমরে-মুচরে গেল। গাড়ীর ভিতর কেউই বেঁচে থাকার কথা না। কিন্তু অলৌকিকভাবে তাঁরা সকলেই বেঁচে গেলেন। সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। তার বাঁচারই কথা না। তাদের সবাইকে মারাত্মক আহত অবস্থায় ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আনা হলো। এই গাড়ী দুর্ঘটনা তার মধ্যে এতই প্রভাব পড়েছিল যে এরপর থেকে আর্চবিশপ মাইকেল গাড়ী চালানো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন।

রমনা থেকে বনানী সেমিনারীতে চলে যাওয়ায় তার সাথে আর তেমন যোগাযোগ ছিল না। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাঝেমধ্যে দেখা হত। বনানীতে তৃতীয় বর্ষ শেষ করার পর ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে আমার রিজেন্সী করার সুযোগ হয়। এসময় ওপেন হার্ট অপারেশেনে আমার সেজো বোন রত্না মারা যায়। তাই আমাকে ঢাকায় আসতে হয়। সে সময়টা ছিল পুণ্য সপ্তাহ। শুনতে পেলাম আর্চবিশপ মাইকেল পাস্কা পর্বের উপাসনা পরিচালনা করার জন্য ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে যাবেন। আমিও তার সাথে যেতে চাইলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। পুণ্য শনিবার খুব ভোরে তিনি আমাকে নাস্তা খাওয়ালেন এবং আমরা একসঙ্গে ভালুকাপাড়া গেলাম। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় গাড়ী থামিয়ে তিনি আমাদের আপ্যায়ন করলেন।

আমরা যখন ডিকন হিসাবে অভিষেক গ্রহণ করি তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার রুমে ডেকে আমাদের সুন্দর নির্দেশনা দেন। আমার আজও তার কথাগুলো মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, ফাদার হয়ে এখন তোমরা বাস্তব জীবনে প্রবেশ করছ। সতর্ক থাকবে। কেউ ঋণ চাইতে আসলে কখনো কাউকে ঋণ দিবে না। পারলে সামর্থ অনুসারে যা দিবে একেবারে দান করে দিবে। তাতে সবার সাথে সম্পর্ক ভালো থাকবে। বাড়ীতে কোন টাকা-পয়সা দিবে না। তবে বাবা-মা সমস্যায় থাকলে সাহায্য করবে। নিজে না পারলে আমাকে বলবে। তোমাদের অভিষেকে কোন আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে। সংকোচ করবে না। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আমরা ৮ জন যাজক হই। আমরা সকলে এমনভাবে অভিষেকের তারিখ ঠিক করেছিলাম যেন সবাই সবার অভিষেক অনুষ্ঠানে থাকতে পারি। শ্রীমঙ্গল থেকে সে বৎসর ফাদার হয়েছিলেন ফাদার যোসেফ তপ্ন। ফাদার যোসেফ তপ্নই ছিলেন শ্রীমঙ্গল থেকে প্রথম পুরোহিত। ইতিমধ্যে ফাদার জয়ন্ত, ফাদার যাকোব, ফাদার জর্জ, ও আমার অভিষেক হয়ে গেছে। আর্চবিশপ মাইকেল তার নিজের গাড়ীতে আমাদের সবাইকে শ্রীমঙ্গল নিয়ে গিয়েছিলেন। পথে কত আপ্যায়ন। ফিরার পথে ভৈরব এসে তার গাড়ীটা নষ্ট হয়ে যায়। তখন তিনি নিজে আমাদের সবাইকে ট্রেনে টিকিট কেটে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন এবং

গাড়ী ঠিক করে পরে তিনি একা ঢাকায় ফিরে আসেন।

ফাদার হওয়ার পর আমি যখন পুরোপুরি পালকীয় কাজে প্রবেশ করি নিজের ভুলের জন্যে কোন কোন সময় আমাকে তার বকা খেতে হয়েছে। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে আমার বিষয়ে কিছু অভিযোগ পেয়ে আমার সম্পর্কে তার কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এজন্যে আমাকেও অনেক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলি কেটে যায়। আর্চবিশপ মাইকেল গরীবদের প্রতি ছিলেন অনেক উদার। কোন ফাদার তার ধর্মপল্লীতে গরীবদের জন্য কোন টাকা চাইলে বা কোন প্রজেক্ট করতে চাইলে তিনি কখনো না করতেন না। উদারভাবে আর্থিক সাহায্য দিতেন। আমিও তার কাছ থেকে অনেকবার টাকা নিয়েছি। তিনি ছিলেন অনেক বিচক্ষণ। আমি একবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে বেশ কিছু গরীব পরিবারকে ঘর করে দেয়ার জন্য তার কাছ থেকে টাকা আনি। আমাকে টাকা দিয়ে আর্চবিশপ বললেন, কাজ শেষ হলে হিসাব দিবে। আমি যত টাকা নিয়েছিলাম ঠিক তত টাকার একটি হিসাব করে তাকে দিলাম। হিসাব দেখেই তিনি বললেন, তোমার হিসাবতো ঠিক হয়নি। আমি তোমাকে যত টাকা দিয়েছি হয় তার চেয়ে বেশি বা কম খরচ হবে। সমান সমানতো হওয়ার কথা না। যাও আবার নতুন করে সঠিক হিসাব করে নিয়ে আস। সেদিন আমার বোকামীর জন্য অনেক লজ্জা পেয়েছিলাম।

আর্চবিশপ মাইকেল ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। তার বিষয়ে যে কিছু অনেককেই সমালোচনা ছিল না তা কিন্তু নয়। আমরা কেউ-ই সমালোচনার উর্ধ্বে না। তার ছোট খাট কিছু বিষয় নিয়ে দূরে দূরে সমালোচনা করতে শুনেছি। কিন্তু তার সামনে আসলে সবাই চুপ। আমার এখনো মনে আছে তখন ফাদার হিসেবে বয়স আমার মাত্র তিন বৎসর। কয়েকজন সিনিয়র প্রবীণ ফাদারদের সাথে তাঁর প্রকাশ্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়। তারা তাঁর বিষয়ে একটি গুরুতর অভিযোগ এনে কিছু ভুল তথ্য উপস্থাপন করেন। বিষয়টি তিনি নিরবে খুবই বিচক্ষণতার সাথে হেন্ডেলিং করেন। তিনি সেই সকল শ্রদ্ধাস্পদ ফাদারদের একজন একজন করে অফিসে ডেকে খুবই খোলামেলা ও ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেন। এবং ফাদারদের বলেন, আপনি যদি মনে করেন কোন বিষয়ে আমার ভুল আছে আমাকে বলেন, আমি সংশোধন করব। কত সুন্দর নম্র হৃদয়ের আর্চবিশপ তিনি ছিলেন।

আর্চবিশপ মাইকেল তাঁর পুরোহিতদের খুব ভালবাসতেন এবং সুরক্ষা দিতেন। ধর্মপল্লীতে পালকীয় সফরে গেলে তিনি ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের মিটিং-এ থাকতেন। মিটিং-এ স্থানীয় পাল-পুরোহিত সম্পর্কে কেউ প্রকাশ্যে কড়া সমালোচনা করলে তিনি সব সময়ই ফাদারের পক্ষ নিতেন। কিন্তু পরে ব্যক্তিগতভাবে ঘরে গিয়ে সংশোধন দিতেন। কোন ফাদার অসুস্থ হলে তার খোঁজ খবর রাখতেন এবং প্রয়োজন অনুসারে দেশে বিদেশে চিকিৎসা দিতেন। ফাদারদের মধ্যে কেউ যদি বড় কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পরতেন তিনি সেই ফাদারকে ঝামেলা মুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আর্থিক প্রয়োজনে সাহায্য করতেন। যেমন একবার আমাদেরই একজন পুরোহিত একটি গরীব পরিবারকে সাহায্য করতে গিয়ে বিপদে পড়েন। ফাদার ছিলেন খুবই দয়ালু ও সরল মনের। এই সুযোগে কিছু দুষ্টো লোক ফাদারকে ভুল বুঝিয়ে অনেক টাকা ঋণের মধ্যে ফেলে দেয়। বিষয়টা এতোই গুরুতর আকার ধারণ করে যে সেই ফাদার আর কোন উপায় না দেখে আর্চবিশপ মাইকেলের শরণাপন্ন হন। ফাদার আর্চবিশপকে বলেন– আমাকে বাঁচান। আপনি ছাড়া আমার আর কোন গতি নেই। তখন আর্চবিশপ সেই ফাদারকে বলেছিলেন, দেখ, তুমি বোকামী করে এত টাকা ঋণের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ। আমিতো ধর্মপ্রদেশের টাকা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। তবে এ পর্যন্ত মিসার উদ্দেশ্য থেকে প্রাপ্ত আমার ব্যক্তিগত যত টাকা সেই টাকার সবই আমি তোমাকে দেব। তিনি একজন বিচক্ষণ উকিল ও তিন জন সাহসী ফাদারকে সেই ফাদারকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এভাবেই তাঁর মহানুভবতায় সেদিন সেই ফাদার লোভী ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। টাকা পয়সার ব্যাপারে তার মধ্যে কোন কৃপনতা দেখিনি কখনো। তবে তিনি অনেক মিতব্যয়ী ছিলেন। অপ্রয়োজনীয় কোন খরচ তিনি করতেন না।

আর্চবিশপ মাইকেল যখন বুঝতে পারতেন কোন পুরোহিত কোন বড় ধরণের বিপদে আছেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাহায্য করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। পাল পুরোহিত হিসাবে আমি প্রথম দায়িত্ব পাই তুইতাল ধর্মপল্লীতে। সে সময় একটি মৌলবাদী গোষ্ঠী তুইতাল ধর্মপল্লীর মাঠটি দখল করার এক অশুভ তৎপরতা চালায়। স্থানীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় আমি মিশনের সম্পত্তি রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাই। যখন পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত তখন আর্চবিশপ ঢাকা থেকে ভিকার জেনারেল ফাদার পৌলিনুসকে আমার পাশে থাকার জন্য তুইতালে পাঠান। ফাদার পৌলিনুস আমার সঙ্গে পনের দিন তুইতালে ছিলেন। তাছাড়া কোন ধর্মপল্লীতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়ে কোন বড় ধরণে সমস্যা দেখা দিলে তিনি প্রায় সময়ই সমস্যা সমাধানের জন্য ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ ও ফাদার পৌলিনুস কস্তাকে সেই ধর্মপল্লীতে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবেই তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল বাস্তব সম্মত ও বুদ্ধিদীপ্ত।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল বক্সনগর নতুন গির্জাটি আমি আর্চবিশপ মাইকেলকে দিয়ে আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করাব। কিন্তু তিনি তখন তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে অবসরে। আমেরিকা থেকে ফিরে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন আর্চবিশপ আমাকে বললেন, আমিতো এখন আর দায়িত্বে নেই। আর্চবিশপ পৌলিনুস হলেন এখন আর্চবিশপ। উনাকে দিয়েই আশীর্বাদ করাবে। আমার করাটা ঠিক হবে না। কর্তৃপক্ষের প্রতি এবং যার যার দায়িত্বের প্রতি এমনই শ্রদ্ধাবোধ আমরা তাঁর মধ্যে দেখেছি।

আর্চবিশপ মাইকেল ভালো করে জানতেন যে আমি এলাকার কাছের মিশনের ফাদার-ব্রাদার নিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষে একত্রিত হয়ে গল্প ও খাওয়া-দাওয়া করাটা পছন্দ করি। এসব উপলক্ষে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে তিনিও অনেক খুশি হতেন ও উপস্থিত থাকতেন। একবার জার্মানী থেকে একটি দল আসে। আর্চবিশপ তাদেরকে গোল্লা নিয়ে আসতে চাইলেন। উদ্দেশ্য বক্সনগর গির্জাটি পরিদর্শন করে যদি কিছু অনুদান দেয়। প্রয়াত ফাদার জ্যোতি হাসনাবাদে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। খাবার সময় আর্চবিশপ আমাকে বললেন, আলবাট, খাওয়া-দাওয়ায় লজ্জা করবে না। যথেষ্ট পরিমাণে খাবে। তবেইতো কাজে শক্তি পাবে। এমনি আন্তরিকতা আমরা তাঁর মধ্যে দেখেছি।

আর্চবিশপ মাইকেল সব সময়ই সময় মেনে চলতেন। আটটা মানে আটটা। এক সেকেণ্ডও এদিক সেদিক না। উনি তখন তেজগাঁয়ে অবসরে আর আমি গোল্লায়। তাঁর জন্মদিনে আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হলো। কিন্তু সেদিন বান্দুরা থেকে ঢাকা আসতে এতই ট্রাফিক জ্যাম ছিল যে আমার তেজগাঁও পৌঁছতে রাত দশটা বেজে গেল। গিয়ে দেখি সবাই আমার অপেক্ষায়। সেদিন সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর্চবিশপ আমাকে বললেন– তুমি গোল্লা থেকে আসছ আর আমরা কি তোমাকে ছাড়া খেতে পারি? সামাজিকতাটা তিনি এভাবেই সম্মান করতেন।

এ বৎসর আমাদের প্রিয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র সপ্তদশ মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি। তাঁর সুন্দর-পবিত্র জীবন ও গুণাবলী আমাদের জীবনে প্রতিফলন ঘটানোই হবে এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য। তাঁর সাধু জীবন ধ্যান করে আমরা বুঝতে পারি তাঁর গুণাবলীর অন্ত নেই। তাঁর প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, সাহসিকতা, পাণ্ডিত্য, প্রার্থনাশীলতা, দানশীলতা, পরোপকারিতা, উন্নয়ন ভাবনা, বাকপটুতা, বন্ধুত্ব আমাদের মুগ্ধ ও প্রভাবিত করে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে তাঁর এসব গুণাবলীকে স্বীকৃতি দান। আর্চবিশপ মাইকেল তাঁর জীবনে কি ফাদার, কি বিশপ, কি আর্চবিশপ হিসাবে যখন যে কাজে হাত দিয়েছেন, যখন যে পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর সবই সফলতা ও সার্থকতায় ভরপুর। ব্যর্থতা তাঁর কর্মময় জীবনকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁকে সাধুশ্রেণীভুক্ত প্রক্রিয়া শুরু করার কার্যকর পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে॥

প্রয়াত প্রিয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

ফাদার আবেল বি রোজারিও

নির্ভিক, নিরপেক্ষ ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও। আমার মনে হয় না এমন কোন প্রশ্নের উত্তর, এমন কোন সমস্যার সমাধান ওনার অজানা ছিল। যে কোন প্রশ্ন, যে কোন বিষয় নিয়ে তার কাছে গেলে তিনি তাৎক্ষণিক উত্তর বা সমাধান দিতে পারতেন।

আমেরিকার প্রখ্যাত নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়টি হলি ক্রশ ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত হতো। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস ধর্মপ্রদেশীয় যাজকরূপে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য। ওখানে হলি ক্রশ ফাদারদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তিনি হলি ক্রশ সম্প্রদায়ে যোগ দেন। একইভাবে বিশপ মাইকেল এ.ডি'রোজারিও হলি ক্রশ ফাদারদের সঙ্গে থাকতে থাকতে হলি ক্রশ সম্প্রদায়ে যোগ দেন। কিন্তু আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে হলি ক্রশ ফাদারের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও হলি ক্রশ সম্প্রদায়ে যোগ দেননি, ধর্মপ্রদেশীয় ফাদারই রয়ে গেলেন।

ফাদার মাইকেল রোজারিও বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পরিচালক ছিলেন এবং তিনিই সেমিনারীর বর্তমান দু'তলা বিল্ডিং নির্মাণ করেন।

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় ফাদার মাইকেলকে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপরূপে মনোনীত করেন। তিনি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে ১০ বছর বিশপরূপে কাজ করেন, পালকীয় সেবা দেন। আর্চবিশপ থিওটোনিয়াসের মৃত্যুর পর বিশপ মাইকেলকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ রূপে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আর্চবিশপ মাইকেল আমাকে তার অফিসে ডাকলেন। আমি গেলাম। আর্চবিশপ শুরু করলেন–

আর্চবিশপ– আমি আপনাকে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিতের দায়িত্ব দিতে চাই।

আমি– Please আর্চবিশপ, আমি তেজগাঁও ধর্মপল্লীর দায়িত্ব নিতে পারবো না

আর্চবিশপ– কেন? কেন নিতে পারবে না?

আমি– তেজগাঁয়ে আমার চেয়ে শিক্ষিত অনেক খ্রিস্টভক্ত, অনেক নেতানেতৃ আছেন। আমি অল্প শিক্ষিত, সোজা সরল হয়ে ওদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবো না।

আর্চবিশপ– মন্সিনিয়র পিটার, ফাদার পিটার বাট্টি, ফাদার উর্বান অনেক অনুরোধ করে তেজগাঁও থেকে বদলি হয়েছেন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এবার একজন সহজ সরল, কম শিক্ষিত ফাদার দেবো আর সেই ফাদার হলেন আপনি।

তাই, বাধ্য হয়েই আমি তেজগাঁও ধর্মপল্লীর দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এবং দুই এক বছর নয়, দীর্ঘ ১৭ বছর আমি সেখানে পালকীয় সেবা দিলাম।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাজার কনভেন্টে হামলা হয় কয়েকটা মূর্তি ভাংচুর করা হয়। কনভেন্টের সিস্টারগণ ও মেয়েরা ভীষণ ভয় পায়। ঠিক এই মুহূর্তে আর্চবিশপ ছিলেন রোম নগরে আর আমি ছিলাম ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরিচালক (Administrator)। হামলার পরদিন নটরডেম কলেজে খ্রিস্টান (কাথলিক, প্রটেস্টান্ট একসাথে) নেতাদের এক জরুরি মিটিং ডাকা হয়। মিটিং এ অনেক তর্কাতর্কি, হৈচৈ হতে লাগলো। আমি বের হয়ে তেজগাঁও এসে আর্চবিশপকে ফোন করলাম এবং বললাম, "আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন ঢাকায় ফিরে আসেন" আর তিনিও তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন এবং মিটিং ডাকলেন। অনেক নেতানেতৃ উপস্থিত হলেন। এখানেই দেখলাম আর্চবিশপের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। তিনি উপস্থিত নেতাদের বললেন–আপনারা জানেন যে লক্ষ্মীবাজার কনভেন্টে এক অতি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। কেন এটা ঘটল, কে এর জন্য দায়ী, কী করলে এটা এড়ানো যেতো–এগুলো শোনাতে, জানাতে আমি আপনাদের আহ্বান করিনি, আমি আপনাদের ডাক দিয়েছি এইজন্য যে এখন, এই মুহূর্তে আমাদের কি করা উচিত, সে বিষয়ে আমাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিবেন। সবায় চুপ, একেবারে নীরব। বেশ কিছুক্ষণ পর ২/১ জন একটু কথা বললেন।

তেজগাঁয়ে একটা বড় গির্জা দরকার এতে কারো দ্বিমত ছিল না। কিন্তু কোথায় হবে, মাঠ ছাড়া তো কোন বড় জায়গা নেই। কিছু সংখ্যক নেতা ও যুবক এর বিরোধীতা করলেন। তাদের অভিমত–মাঠটিকে রক্ষা করতেই হবে। একটা মিটিং ডাকা হলো। আর্চবিশপ আসলেন এবং অনেক নেতা ও যুবক ভাই আসলেন।

এখানেও দেখলাম আর্চবিশপের বুদ্ধি ও জ্ঞান। আর্চবিশপ বললেন–আমরা সবাই জানি ও বুঝি যে এখানে একটা বড় গির্জার প্রয়োজন। পুরাতন গির্জা ভাঙ্গা যাবে না, সরকারের বাঁধা আছে। মাঠ ছাড়া কোথাও গির্জা নির্মাণ করার উপযুক্ত ও বড় জায়গা নেই। সুতরাং এই মাঠেই গির্জা নির্মাণ করা হবে। যারা যারা এর পক্ষে হাত তুলুন। সবায় হাত তুলল একমাত্র মি. টেডি ছাড়া।

একবার ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলায় আমরা ৩ ফাদার পাপস্বীকার শুনছি, আর তখন কয়েকজন লোক গির্জায় প্রবেশ করে ফটো তোলার জন্য হৈ চৈ করতে লাগলো। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আপনারা এখন এই মুহূর্তে বের হয়ে যান। তারা বের হয়ে গেল। রাত ৯ টার দিকে মি. ভানু আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ লিখে আর্চবিশপকে দিলেন আমাকেও এককপি দেওয়া হলো। পরদিন সকালে আমি আর্চবিশপ ভবনে গিয়ে আর্চবিশপকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন– হ্যাঁ আমি পেয়েছি, ওটা পড়েছি, তারপর ছিড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন যে, পালপুরোহিতের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন গির্জায় প্রবেশ না করে।

কোন কারণে যদি কোন ফাদারকে সংশোধন বা তর্ক করতে হতো, তিনি কখনো অন্য ফাদারদের সামনে তা করতেন না। গোপনে তা করতেন। আর্চবিশপ ফাদারদেরও খুব সম্মান করতেন। কোন ফাদার অসুস্থ হলে তিনি তখনই গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন আর তাকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতেন এবং নিজেও অসুস্থ ফাদারকে দেখতে যেতেন। আমি একবার সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ফাদার মিন্টু আর্চবিশপকে ফোন করে জানালেন। আর্চবিশপ তখনই গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন যেন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন তিনিও আমাকে দেখতে গেলেন এবং আমাকে বললেন, আমি যেন সুস্থ হয়ে তেজগাঁয়ে না যেয়ে আর্চবিশপ ভবনে যাই ও কিছুদিন বিশ্রাম করি। আমি তা-ই করেছিলাম। প্রটেস্টান্ট পালকগণ আর্চবিশপের কাছে আসতেন বুদ্ধি পরামর্শের জন্য। কোন সমস্যা হলেই তারা আর্চবিশপের কাছে আসতেন।

আর্চবিশপ মাইকেল গভীর প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি Breviary প্রার্থনা কখনো বাদ দিতেন না। যেখানেই যেতেন প্রার্থনা বই** সাথে রাখতেন। আমি দেখেছি ওনি যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তখনও Breviary প্রার্থনা বাদ দিতেন না।

আর্চবিশপ মাইকেল আর জীবিত নেই, মারা গেছেন। ঈশ্বর তাকে স্বর্গধামে স্থান দিয়েছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যেন তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারি॥

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কিছু বিখ্যাত উক্তি

১৭ মার্চ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ লুৎফুর রহমান এবং সায়রা বেগমের ঘরে জন্ম নেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল ও কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেন। ১৮ বছর বয়সে বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের ২ মেয়ে - শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং তিন ছেলে- শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল।

অল্পবয়স থেকেই তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। কট্টরপন্থী সংগঠনটি ছেড়ে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেন উদারপন্থী ও প্রগতিশীল সংগঠন বেঙ্গল মুসলিম লীগে। এখানেই সান্নিধ্যে আসেন হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর।

ভাষা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিব। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভাষার প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্বে প্রথম প্রতিবাদ এবং ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয় যা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে।

পঞ্চাশের দশক তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের কাল। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন দূরদর্শীতা এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন এক কুশলী রাজনৈতিক নেতা। এসময় শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দেন এবং হোসেন সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানীর সাথে মিলে গঠন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। তিনি দলের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি মন্ত্রী হন মুজিব।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান তিনি।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ মুজিব। তিনি ছিলেন আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র তত্ত্বের কট্টর সমালোচক। মুজিবের ৬ দফার প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থনে ভীত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার শেখ মুজিবকে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসম্বর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন।

এরপর আসে ২৫ মার্চ, ১৯৭১। রাতের অন্ধকারে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীর ওপর শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানী সেনারা। পাক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানান।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এ সরকারের অধীনেই গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আসে বিজয়।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে, তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। দেশে ফিরেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু । ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার নীচে আনতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা 'বাকশাল'।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা হত্যা করে শেখ মুজিব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেই সময় দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান।

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের জাতির জনক হিসেবে বিবেচিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনে দেয়া স্মরণীয় কিছু উক্তি দেয়া হল:

১. আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

২. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!

৩. মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।

৪. আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।

৫. প্রধানমন্ত্রী হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু, যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো।

৬. সাত কোটি বাঙ্গালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।

৭. বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।

৮. এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।

৯. দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

১০. আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না।

১১. সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।

১২. জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করবেন?

১৩. যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কেউ তাকে মারতে পারে না।

তথ্য সহায়ক: ইন্টারনেট

কথার শক্তি

তেরেজা সোমা ডি'কস্তা

৪ বছরের একটা শিশু সবে মাত্র প্রি-স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। প্রি-স্কুলের বড় সিস্টার লক্ষ্য করলেন শিশুটির ভাষা অন্যসব শিশুদের চেয়ে একটু আলাদা। শিশুটি কথা বলার সময় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করে যেসব শব্দ কিছুটা সাহিত্যিক, যা সাধারণত কথা বলার সময় আমরা ব্যবহার করি না। যেমন, সিস্টার যখন প্রশ্ন করেন, আজ সকালে কে কয়টার সময় ঘর থেকে রওনা হয়েছ?

শিশুটি উত্তরে বলে, আমি সকাল ৭টার সময় যাত্রা শুরু করেছি। যদি বলা হয় তুমি দুটার মধ্যে কোনটা নেবে? শিশুটি বলে, আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়! সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। ক্লাসের সবাই যখন বলে মারামারি-চিল্লাচিল্লি, শিশুটি বলে বিবাদ, চিৎকার বা চেঁচামেচি। সবাই বলে খাবার পর, শিশুটি বলে আহারের পর। শিশুটি পড়াকে বলে পাঠ, দেরিকে বলে বিলম্ব, বইকে বলে পুস্তক, গাছকে বলে বৃক্ষ। ছোট্ট একটা শিশুর মুখে এ ধরনের কিছু শব্দ শুনার পর শিশুটির প্রতি সিস্টারের আলাদা একটা আগ্রহ জন্মায়। একদিন সিস্টার শিশুটির অভিভাবকদের ডাকলেন এবং কথা বলে জানতে পারলেন, শিশুটির বাবা একজন গণমাধ্যম কর্মী। বাড়িতে সময় পেলেই তিনি বিভিন্ন লেখক-কবি-সাহিত্যিক ও ভাষা বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার এবং আলোচনামূলক অনুষ্ঠান শুনেন ও দেখেন। শিশুটি অনেকটা সময় সেসব কথোপকথন শুনতে শুনতে বেড়ে ওঠায় তার ভাষাটাও কিছুটা সাহিত্যিক হয়ে গেছে।

ছোট্ট একটা শিশুর ভাষায় কি এমন জাদু ছিল যে সিস্টার শিশুটির অভিভাবকদের ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন! এই জাদুই হচ্ছে শক্তি। মানুষের কথার মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো শক্তিই বিদ্যমান থাকে। এই কথার শক্তি দিয়ে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, আকর্ষণ করে। আবার কথা দিয়েই একজন মানুষ আরেকজনকে আঘাত করে, ঘৃণা করে, একজন আরেকজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে।

ধরুন, আপনি যখন কাউকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান বা কোন ভাল কাজের প্রশংসা করেন তখন আপনার মধ্য থেকে অপর প্রান্তের ব্যক্তিটির মধ্যে ইতিবাচক শক্তি প্রবেশ করে। ব্যক্তিটি আনন্দ অনুভব করে, খুশি হয় এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা পায়। আবার আপনি যখন কাউকে বকাঝকা করেন, গালি দেন, অভিশাপ দেন তখন আপনার ভেতর থেকে অপর প্রান্তের মানুষটির মধ্যে নেতিবাচক শক্তি প্রবেশ করে। তখন ব্যক্তিটি দুঃখ পায়, তার মন খারাপ হয় কিংবা রাগ করেন।

আরও স্পষ্ট করে বললে, ধরুন আপনার কোন গাছে অনেক ফল ধরেছে। গাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ একজন বলল, হায় হায় রে! কত্ত ফল ধরেছে রে! কিছুদিন পর গাছের ফলগুলো কোন কারণ ছাড়াই ঝড়ে পড়তে শুরু করল। আর তখন আপনি বলবেন, অমুকে সেদিন ফলগুলো দেখে অমুক কথা বলেছিল তাই এমন হয়েছে। আবার কোন কোন সময় ছোট শিশুদের বেলায়ও এমন হয়। কেউ একজন বলল, শিশুটি কি সুন্দর! ব্যাস, সন্ধ্যা থেকে শিশুটির জ্বর।

গাছের ফল এবং ছোট শিশুদের ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা কমবেশি সবাই বিশ্বাস করি। আমরা যদি নেতিবাচক কথার শক্তিকে বিশ্বাস করি তবে কথার ইতিবাচক শক্তিকেও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এবং দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে হবে।

কথার শক্তি সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে, "বেপরোয়া কথা তলোয়ারের মত আঘাত করে, কিন্তু জ্ঞানীর কথা সুস্থ করে।" *(হিতোপদেশ ১২ অধ্যায় ১৮ পদ)*

আপনি যখন কোন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যান, সেখানে গিয়ে কি আপনি আপনার নিজের অসুস্থতার কথা, আপনার চারপাশে আরও কত অসুস্থ মানুষ কিভাবে, কতদিন যাবত কষ্ট পাচ্ছে, মারা যাচ্ছে সেসবের কেচ্ছাকাহিনী শুরু করেন? অথবা প্রতিবেশির সমালোচনা, নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির গল্প শোনান? যদি এসব করেন তাহলে রোগীটি আরও অসুস্থ হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনার কথায় কোন ইতিবাচক শক্তি নেই, সবই নেতিবাচক। আবার আপনি যদি রোগীকে সান্ত্বনা দেন, সাহস দেন, অনুপ্রেরণা যোগান তাহলে রোগী অনেকটাই সুস্থবোধ করবে কেবলমাত্র আপনার ইতিবাচক কথার গুণে।

একটু মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন, আমাদের চারপাশে নেতিবাচক কথা দিয়ে অন্যের ক্ষতি করার মানুষ কিন্তু প্রচুর। মিথ্যা বলা হচ্ছে কথার সবচেয়ে বড় নেতিবাচক শক্তি। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে হিতোপদেশ ১৯ অধ্যায় ৯ পদে লেখা আছে,

"মিথ্যা সাক্ষী শাস্তি পাবেই পাবে;

যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে সে ধ্বংস হবে।"

আমাদের সমাজে অনেক নারী-পুরুষ রয়েছেন, যারা কোন ধরনের ডর-ভয় ছাড়াই অনর্গল মিথ্যা কথা বলেন এবং যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বুক ফুলিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন। মিথ্যা কথা বলা এদের কাছে অনেকটা ডাল-ভাতের মতো।

"মুখের কথার উপর নির্ভর করে জীবন ও মৃত্যু; যারা উপযুক্ত কথা বলতে ভালোবাসে তারা তার ফল লাভ করবে।" *(হিতোপদেশ ১৮ অধ্যায় ২১ পদ)*

একটা মিথ্যা সাক্ষ্য একজন নির্দোষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আমরা হয়তো মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে সরাসরি অন্যের মৃত্যুর কারণ হই না তবে মানুষের জীবন ধ্বংস করে দেই। মানুষের বাঁচার ইচ্ছেটাকেই মেরে ফেলি। সমাজে আবার এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা সরাসরি স্পষ্ট করে মিথ্যা কথা বলেন না। তারা মিথ্যা কথাটাকেই একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলেন। তাদের এই পেঁচিয়ে কথা বলার কারণে অনেকের দাম্পত্য জীবনে সন্দেহের বীজ ঢুকেছে, সংসারে ফাটল ধরেছে, দুই পরিবারের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়েছে, ভাইয়ে-ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি হয়েছে।

আমরা বেশিরভাগ সময় নেতিবাচক কথার জাদুতে মোহিত হয়ে সত্যকে অবিশ্বাস করি, অস্বীকার করি। আর তখন নেতিবাচক শক্তির জয় হয়। যখন নেতিবাচক শক্তির জয় হয় তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, সমাজের শান্তি নষ্ট হয়।

আমরা ভাষার মাস শেষ করে এখন রয়েছে প্রায়শ্চিত্তকালে। এখনই আমাদের চিন্তা করার সঠিক সময়, আমরা কিভাবে আমাদের এই কথাকে, ভাষাকে ব্যবহার করছি? এই জীবনে আমি আমার কথার নেতিবাচক শক্তি দিয়ে কতজনের ক্ষতি করেছি, কতজনের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ফেলেছি, কতজনের সুসম্পর্ক নষ্ট করেছি? কতগুলো সাজানো গোছানো পরিবার ভেঙ্গে ফেলতে সহযোগিতা করেছি? যদি করে থাকি তবে সংশোধন হওয়ার এখনই সময়।

ঈশ্বর আপনাকে কথা বলার অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন। সেই ঐশরিক শক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করুন। কথার শক্তি দিয়ে মানুষের উপকার করুন। আর যদি একান্তই উপকার করতে না পারেন তবে চুপ থাকুন তবুও কথার শক্তিকে অপব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি করবেন না।

মথি ১২ অধ্যায় ৩৬-৩৭ পদে লেখা আছে,

"মানুষ যত বেহিসেবী কথা বলেছে, তার জন্য তাকে সেই মহা বিচারের দিনে জবাবদিহি করতেই হবে। আসলে সেদিন আপনার মুখের কথাই আপনাকে ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করবে, আপনার মুখের কথাই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করবে।"

বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে

(খ্রীষ্টান ছোট পরিবার)

(২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম ড্রইংরুম, ২টি বাথরুম মোজাইক করা ঘর)

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

৩৬১, নয়াটোলা, মধুবাগ, ঢাকা - ১২১৭
ফোন নং - ০১৭৪৭২৫৫৬৯৯

বিজ্ঞ/৫৬/২৪

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত “জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর” ৫০ বছরের পথচলা (২৩ আগস্ট ১৯৭৩- ২৩ আগস্ট ২০২৩)

ফাদার লুইস সুশীল

শেষের কথা: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী দেশে যাজক গঠনের একমাত্র উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্র। দেখতে দেখতে তার শুভ যাত্রা শুরুর ৫০ বছর চলে যাচ্ছে। আর সে হিসাবে এ বছরই এ সেমিনারীর ৫০ বছরের জয়ন্তী পালনের বছর। এর জন্য আমরা সকলে মিলে ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। যাদের অবদান, সহায়তা, পরামর্শে পবিত্র আত্মা সেমিনারী নির্মিত হয়েছে, এ পর্যন্ত চলে আসছে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। এ সেমিনারীর লক্ষ্য হল ভাল শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, আধ্যাত্মিক গঠন-যত্ন, পরিচালনা, পালকীয় কাজ ও নিয়মকেন্দ্রিক জীবন দ্বারা একজন ভাল যাজক গঠন করা। সুপ্রশিক্ষণই দিনের পর দিন তাদের শক্তিশালী চরিত্র ও সেমিনারীয়ানের মনোভাব গঠন করবে। তারা যেন খাঁটি, ন্যায়বান, ভদ্র, ভাল এবং মমতাপূর্ণ মানুষ হতে পারে। সেমিনারীয়ানগণকে দেশের বাস্তবতা ও যুগের প্রয়োজন অনুসারে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত যাজক হতে হবে।

প্রয়াত বিশপ পৌলিনুস কস্তা একবার বনানী সেমিনারীতে বলছিলেন: “সেমিনারী হল যাজক গঠনের কারখানা। বনানী সেমিনারী ছোট থেকে শুরু করা হয়েছে আজ তা ধীরে ধীরে কত বড় হয়েছে। ভবিষ্যতে তা আরো বড় ও সক্রিয় হোক এ প্রত্যাশা করি। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার যাজকীয় গঠন বিষয়ক নির্দেশনামার ৫ নং অনুচ্ছেদে সেমিনারীকে আখ্যা দেয়া হয় ধর্মপ্রদেশের ‘প্রাণকেন্দ্র’রূপে। সত্যিই কোন দেশের স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য ভবিষ্যত যোগ্য যাজক গঠনে সেখানকার যাজক-বিদ্যালয়গুলি হল সচল ‘হৃদয়’ স্বরূপ, আশীর্বাদস্বরূপ। যাজকদের তাই পড়াসহ গবেষণা, চিন্তা, লেখা, গভীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, যাজকীয় জীবনের হাতে কলমে জ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে কর্মপথে অবস্থান করা ও দায়িত্বশীল থাকা দরকার। ওখানে কোন ত্রুটি ঘটলে ভবিষ্যতে তা সকলকে দুর্বল ও ধর্ম-প্রতিবন্দী না করে ছাড়বে না।”

অনেক বেশী দেশীয় যাজক তাই সেমিনারীতে জড়িত থেকে দেশীয় সংস্কৃতি অনুসারে বহু আদর্শ যাজক গড়ে তুলবেন এটা সবার প্রত্যাশা। সকলে প্রার্থনা করবো, ভবিষ্যতের কঠিন সময়ে ঈশ্বর যেন এ মণ্ডলীকে আরো শত শত উৎসাহী, পবিত্র, কর্মঠ ও দায়িত্বশীল যুবক দান করেন যারা প্রজ্ঞা, সচেতনতা, ত্যাগ, তৎপরতা ও আধ্যাত্মিক সম্পদে পূর্ণ হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিবেদন করতে, স্বাবলম্বী মণ্ডলী গড়তে প্রস্তুত হবে। এজন্য সেমিনারী থেকে অনুপ্রেরণা, গবেষণাধর্মী লেখা ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ‘যাজকীয় গঠন’ বিষয়ক নির্দেশনামার ৪ নং অনুচ্ছেদ বলে: “বাণীর সেবার্থে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা ঈশ্বরের প্রকাশিত বাণীর জ্ঞান অনবরত বাড়াতে সক্ষম হয়, ধ্যানের মাধ্যমে সেই বাণী আত্মস্থ করতে পারে এবং নিজেদের কথা ও জীবনাচরণে সেই বাণী প্রকাশ করতে পারে। উপাসনা ও পবিত্রীকরণের সেবাকাজের জন্যও তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও পবিত্র সংস্কারাদির মাধ্যমে প্রার্থনা ও উপাসনা- অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করে খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। পালকীয় সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা সকলের সেবক হয়ে অনেক মানুষের মন জয় করতে পারে (১ করি ৯: ১)।” আমাদের এ বছরের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব, স্মৃতিচারণ ভবিষ্যতের পথ চলার ও বাণী প্রচারের প্রেরণা হয়ে থাকুক।

এদেশে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি ছিলেন আদ্রিয়ানো বের্নারদিনি। তিনি এ সেমিনারীর ২০বছর জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তার বাণীতে যা বলেছিলেন তা উল্লেখ ক'রে আমি আমার লেখা শেষ করছি:

I wish to unite myself at the celebration in order to thank the Lord for the young and good priests formed there at during these last 20 years and also to ask him that future priests may also have equal, if not more, missionary spirit.”

আসুন, মণ্ডলীর সকলে যার যার সামর্থ, সুযোগ ও বুদ্ধি অনুসারে সেমিনারীকে সহায়তা করি, ভালবাসি আর সেমিনারীর জন্য সর্বদা ও সকলে প্রার্থনা করি। এ সেমিনারী ভবিষ্যতে সবার মঙ্গল আনুক আর সবার সহযোগিতা, প্রার্থনা, পরামর্শে ছাত্ররা ভাল সেমিনারীয়ান ও ভবিষ্যতে যুগোপযোগী ভাল পুরোহিত হোক এ কামনা করি। যারা থাকে এ সেমিনারীতে তারা কাজে প্রার্থনায়, পড়ায়, সম্পর্কে, চিন্তায়, নীরবতায় সেভাবে তাদের সুন্দর জীবন গড়বে। তাহলে বলা যাবে এ জীবন হবে আনন্দের জীবন। সে জীবন হবে হালকা জীবন, ঈশ্বর ভরসায় জীবন। ঈশ্বর সেমিনারী ও এখানে যারা থাকবেন, আসবেন পরিচালক-সেমিনারীয়ান, শিক্ষক, সাহায্যকারী তাদের প্রত্যেককে ভবিষ্যতে অনেক আশীর্বাদ ও প্রেরণা দান করুন। পরম সহায়ক পবিত্র আত্মা আমাদের সেমিনারীর প্রতিপালক, তিনি এ সেমিনারীর সকলকে সৎপথে পরিচালনা করুণ! যুগে যুগে মণ্ডলীর চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা, নির্দেশনা-পরিচালনা প্রভৃতির চারণভূমি হয়ে থাকুক এ সেমিনারী। **(সমাপ্ত)**

চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন

শ্রদ্ধাভাজন সহৃদয়বান ব্যক্তিবর্গ

নমস্কার জানবেন, যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মিন্টু ক্রুশ, পিতা: মৃত: গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর একজন বাসিন্দা। আমার ১১ (এগার) মাসের ছেলে অলড্রিন ক্রুশ, কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। ছোট শিশুটির চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। নিজের জায়গা-জমি বলতে কিছুই নেই। আমি স্বল্প বেতনে চাকুরী করে চার সদস্যের সংসার কোনমতে চালাচ্ছি। আমার ছেলের চিকিৎসার বিপুল এই ব্যয় ভার আমার ও আমার পরিবারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় আপনার/আপনাদের নিকট আকুল আবেদন উল্লেখিত বিষয় বিবেচনা করে সঠিক চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবেন।

নিবেদক

মিন্টু ক্রুশ
দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
বিকাশ নাম্বার
(+৮৮) ০১৮৬৯২৬৩০৯১

ফাদার কাজল যোয়াকিম পিউরীফিকেশন
দড়িপাড়া ধর্মপল্লী

চ্যালেঞ্জ গ্রহণে পারদর্শী সাধু যোসেফ

ব্রাদার আকাশ টমাস রোজারিও সিএসসি

আমরা সাধু যোসেফকে একজন নীরব এবং ঈশ্বরভীরু মানুষ হিসেবে জানি। পালক-পিতা হিসেবে তিনি আমাদের কাছে সকল পিতাগণের আদর্শ বহন করেন। কিন্তু এই আদর্শ বহন করতে তাকেও পার করতে হয়েছিল কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জ। সাধারণভাবে আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলো দেখতে পাই- **১ম চ্যালেঞ্জ : স্বপ্নকে বাস্তব সত্য হিসেবে গ্রহণ।** বাগদত্তা বধুকে গ্রহণ থেকে পুনরায় নাজারেথে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের আদেশ সকল স্বপ্নে দূতের মাধ্যমে শ্রবণ করেছিলেন। কতটা অগাধ বিশ্বাস অন্তরে থাকলে আমরা এরকম করতে পারি। বর্তমানে যেখানে অনেক আকুতি-মিনতির বিনিময়েও আদেশ পালন করতে অপারগ সেখানে সাধু যোসেফ পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ শুনে তা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছেন স্বার্থ এবং শর্তহীনভাবে। **২য় চ্যালেঞ্জঃ কুমারী মারীয়াকে গ্রহণ।** বাগদত্তা বধু গর্ভবতী জেনেও তাকে গ্রহণ খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। যা শুনে সচরাচর কেউ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়না কারণ সেখানে জড়িত ব্যক্তির বংশের মান সম্মান এবং পারিপার্শ্বিক সমালোচনার আশংকা। সাধু যোসেফের সময়ে ছিল প্রাণ হারানোর ভয়। এই চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন ঐশ অনুগ্রহের পাত্র। **৩য় চ্যালেঞ্জঃ গোশালায় শিশু যিশুর জন্ম,** একজন পিতা হিসেবে সাধু যোসেফও নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন ভাবী শিশু যিশুর জন্য একটা পরিপাটি জন্মস্থানের ব্যবস্থা করতে। যখন ঘন কুয়াশার রাতে শত খোঁজাখুঁজির চেষ্টা করেও পাননি তখন সেটা তার কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল। **৪র্থ চ্যালেঞ্জঃ রাজা হেরোদের কাছ থেকে শিশু যিশুর প্রাণ বাঁচাতে মিশরে গমন,** এই যাত্রাপথে পরিবহনব্যবস্থা ছিল দুশ্চিন্তার কারণ। যাত্রাশেষে কোথায় উঠবেন? কিভাবে উপার্জন করবেন, শিশুটির ভবিষ্যৎ নানা প্রতিকূলতাই তার কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু কোনকিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ভয়, শঙ্কা-সংশয় তাকে পিছু পথে নিতে পারেনি। জানাশোনা কেউ যেন আশ্রয় পেতে পারেন। অবশেষে ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে যাত্রা সম্পন্ন করে মিশরে প্রবেশ করেন। জীবন যাত্রার প্রতিটি লগ্নে আমাদের অগণিত চ্যালেঞ্জ আকড়ে ধরে, সম্মুখ যাত্রায় বাধা দেয়। তবে আমাদের চ্যালেঞ্জ নিশ্চয়ই সাধু যোসেফের চ্যালেঞ্জের চেয়ে অধিক নয়। আমাদের যাত্রাপথে ও সাধু যোসেফের ন্যায় প্রয়োজন ঈশ্বর বিশ্বাস, সৎ চরিত্র এবং একনিষ্ঠতা। তাহলে আমরা সাধু যোসেফের মত পারদর্শীভাবে সকল চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারব। আজ সাধু যোসেফ আমাদেরকে আশান্বিত করছেন যেন ঈশ্বরে আস্থা রাখি এবং সাধু যোসেফের পারদর্শীতা অনুসরণ করি॥

স্বাধীনতার অনুভূতি

ক্ষুদীরাম দাস

আমার অনুভূতিগুলো স্বাধীনতার
তাই ছুটে বেড়াই দিগ্বিদিক!
শৃঙ্খলমুক্ত এই তো আমি
আহা! সে কী সুখ!

কী কঠিন বর্ণবিন্যাস হে স্বাধীনতা
'যে সুখ পেলাম'-রচিব
আমার কী ক্ষমতা!

আমি এখন মুক্ত-স্বাধীন
পাখির মতো উড়ে বেড়াই আকাশে;
জানে না আমার মন-কোথায় যাবো
উড়ছি তো উড়ছি-
কার কী যায় আসে।

আমার মনের দিগন্ত অনুক্ষণ
সীমাহীন ঐ প্রসারিত
বিশ্বকে দেখছি ভিন্নতায়
আমি বেঁচে আছি অবিরত।

এই তো আমি মুক্ত-স্বাধীন
আমার ভাগ্য গড়ার ক্ষমতা
আনন্দ এবং উত্তেজনায় ভরপুর
ভালোবাসি হে স্বাধীনতা!

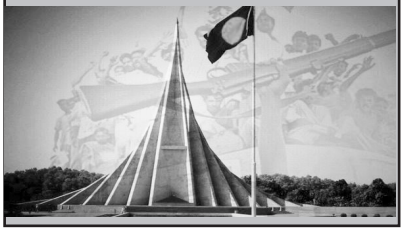

ঢাকাস্থ সকল সাঁওতাল, উঁরাও, মাহালী, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, খাড়িয়া, মালো ও পাহান খ্রিস্টভক্তদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালীন বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান-

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু ▯ গত ৮ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার 'সেন্ট খ্রীষ্টিনা কাথলিক গির্জা', আসাদগেট, মোহাম্মদপুরে ঢাকাস্থ সকল সাঁওতাল, উঁরাও, মাহালী, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, খাড়িয়া, মালো ও পাহান খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে "আত্মশুদ্ধি ও মন পরিবর্তনের আহ্বান" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে একটি প্রায়শ্চিত্তকালীন বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রার্থনানুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির শুরুতে বিকেল ৩:০০ টায় খ্রিস্টভক্তদের জন্য পাপস্বীকার সংস্কার এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফ্রান্সিস মূর্মু, আবাসিক প্রভাষক, বনানী, ঢাকা এবং উপদেশ প্রদান করেন ফাদার আন্তনী হাঁসদাক। তিনি বলেন, "আমাদেরকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থ াকার জন্য; ধ্যান-প্রার্থনা করতে হবে। শুধু প্রায়শ্চিত্তকাল নয়; আমাদের দৈনন্দিন জীবন যেন হয়ে উঠে প্রার্থনাময় জীবন। খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার আন্তনী হাঁসদাক, ফাদার ফ্রান্সিস মূর্মু, ফাদার ডেভিড গমেজ ও ফাদার জুয়েল কস্তা, তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানো হয়। পাল-পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজ এই প্রায়শ্চিত্তকালীন প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। শেষে টিফিন গ্রহণের মধ্যদিয়ে

বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক কমিশনের উদ্যোগে সিসিডিবির ক্লাইমেট সেন্টার ভ্রমণ

ফাদার সাগর কোড়াইয়া ▯ বিগত ৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি

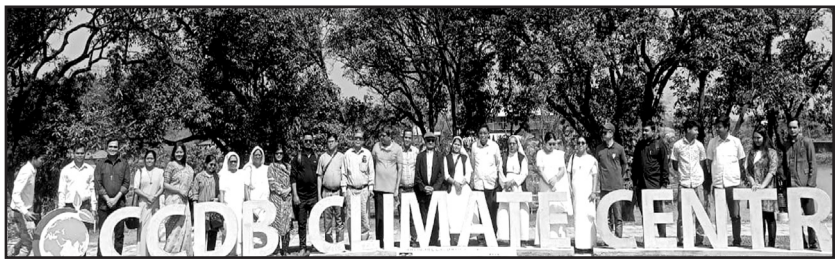

বিষয়ক কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও সহ বাংলাদেশের আটটি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সদস্য-সদস্যারা গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে সিসিডিবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্লাইমেট সেন্টার পরিদর্শন করেন। নির্দিষ্ট দিনে সকাল সাতটায় ঢাকার আসাদগেটের সিবিসিবি সেন্টার থেকে ২৯ জন সদস্য-সদস্যারা যাত্রা শুরু করেন। সেন্টারে পৌঁছে উষ্ণাভ্যর্থনা এবং ডিজিটাল প্রজেক্টরের মাধ্যমে বাংলাদেশব্যাপী সিসিডিবির কার্যাবলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ক্লাইমেট সেন্টারের আদ্যোপ্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং একসাথে ক্রুশের পথ করা হয়। দুপুরের আহারের পর ছিলো পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে ব্যক্তিগত ও ধর্মপ্রদেশভিত্তিক বিগত বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সারাদিনের কার্যক্রমের মূল্যায়ন। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত জর্জ ত্রিপুরা বলেন, 'আমি আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে জলবায়ু ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সকল কার্যক্রম রোধের জন্য কাজ করছি। বিশেষ করে বাজার করার সময় পলিথিন বর্জন, ঘরের বারান্দায় ছোট ছোট বৃক্ষরোপণ, অযথা পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধে সচেষ্ট আছি'। বিশপ জের্ভাস রোজারিও অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, সিসিডিবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্লাইমেট সেন্টারে আমরা শুধু অভিজ্ঞতা করতে আসিনি পাশাপাশি শিখতেও এসেছি। পরিশেষে, বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি'র উদ্যোগে নটর ডেম কলেজ থেকে আনা দু'টি নাগলিঙ্গম গাছ ক্লাইমেট সেন্টারে রোপন করা হয়॥

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন

নিউটন মণ্ডল ▯ নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ ওম্যান ইন টেকনোলজি (BWIT)-এর সৌজন্যে ৯ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার নাজমুস সালেহীন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সেলিনা শারমিন, ডিবিসি নিউজ-এর অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর

নাজনীন মুন্নি, শিক্ষামন্ত্রণালয়-এর যুগ্ম সচিব মিসেস ফাতেমা জাহান এবং লিনডে ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর হেড অব সেলস মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ।

উক্ত দিন সকাল ৮টায় নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত "লুনা সামসোদ্দোহা প্রোগ্রামিং কনটেস্ট-২০২৪"। কেবলমাত্র নবাগত শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে একই সাথে আয়োজন করা হয় সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক অলিম্পিয়াডের।

সকাল ১০ টায় মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। নারী দিবসকে কেন্দ্র করে এইদিন আয়োজন করা হয়েছিল একটি আকর্ষণীয় কথোপকথনের। এই বাক্যালাপ-এর মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার ও নাজমুস সালেহীন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশ নারী প্রযুক্তি (বিউইট) সংস্থার কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী ধাপে একটি গোলটেবিল বৈঠক-এর আয়োজন করা হয়। আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিলো 'Invest in Women: Accelerate Progress'। এই আলোচনায় একাধারে উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

প্রোগ্রামিং কনটেস্ট ও সাধারণ জ্ঞান অলিম্পিয়াড-এর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শেষাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নিয়েই নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর এই আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে সেবক-সেবিকাদের সেমিনার

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ▯ গত ২ ফ্রেব্রুয়ারি তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণীর ধর্মপল্লীতে সেবক-সেবিকা ও শিশুদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালীন একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। সকাল ৯:০০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ঝলক দেশাই। খ্রিস্টযাগে ফাদার প্রায়শ্চিত্তকাল নিয়ে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত গমেজ সেবক-সেবিকা ও শিশুদের উদ্দেশে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন। খ্রিস্টযাগে সেবক-সেবিকা হয়ে সেবা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। পরে সকলে টিফিন গ্রহণ করার পর ফাদার সনি রোজারিওর পরিচালনায় বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়। প্রত্যেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন পুরস্কার গ্রহণ করে। এরপরে তাদেরকে সাধু-সাধ্বীদের জীবনী দেখানো হয়। পরিশেষে সবাই মিলে একসাথে দুপুরের খাবার গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয। উল্লেখ্য এই সেমিনারে ১৬৫ জন সেবক-সেবিকা উপস্থিত ছিল।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিষদ ও পালকীয় উপ-পরিষদের সমন্বিত সভা

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের আয়োজনে ধর্মপল্লীর পালকীয় ৯টি উপ-পরিষদের সমন্বিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সমন্বিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মনোনীত সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, পালকীয় পরিষদ ও উপপরিষদের সদস্যগণ। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। পরে পালকীয় পরিষদের পক্ষ থেকে মনোনীত বিশপ, ভিকার জেনারেল ও নতুন সহকারী পাল-পুরোহিতকে ফুল ও গানের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বি. গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্যে পালকীয় পরিষদ ও উপ-পরিষদের সকল সদস্যকে স্বাগত জানান এবং সভায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ধর্মপল্লীর উন্নয়নের জন্য আপনারা স্বেচ্ছায় শ্রম ও মূল্যবান সময় দিয়ে যাচ্ছেন'। পরে ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া পালকীয় পরিষদ ও উপ-পরিষদ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দেন। এর পরে প্রতিটি উপ পরিষদ তাদের বার্ষিক পরিকল্পনা সকলের সামনে উপস্থাপনা করেন। প্রত্যেক উপ-পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপনা শেষে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। পরে পালকীয় পরিষদের সহ-সভাপতি সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদমূলক বক্তব্য রাখেন। রাতের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে সেমিনার

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "যিশুর ছোট্ট শিশুরাও একেকজন ক্ষুদে প্রেরণকর্মী"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ৯ মার্চ রোজ শনিবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে তপস্যাকালীন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই। খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মেরী তৃষিতা মূলসুরের উপর অর্থপূর্ণ সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীদের জন্য পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও পাপস্বীকারের ব্যবস্থাও ছিল। চারজন যাজক: ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ, ফাদার ঝলক দেশাই, ফাদার প্রবাস রোজারিও এসজে

এবং ফাদার রিগেন কস্তা অংশগ্রহণকারীদের পাপস্বীকার শুনেন। এরপর এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক সিস্টার মেরী তৃষিতা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে টিফিন বিতরণের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য সেমিনারে ৩৬০ জন শিশু, ৪০ জন এনিমেটর ৬জন সিস্টার এবং ৪জন ফাদার উপস্থিত ছিলেন॥

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর আয়োজনে প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যান সভা ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

কলিন্স টলেন্টিনু ▯ বিগত ৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর উদ্যোগে প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যানসভা, আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন ও যিশুর পালাগান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৯:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি ও তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্বপন যাকোব গমেজ। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি ক্রুশের পথ পরিচালনা করেন।

এরপর প্রায়শ্চিত্তকালীন ধ্যান সভায় সহভাগিতা করেন ফাদার প্রবাস পিউস রোজারিও (এসজে)। ফাদার প্রবাস পিউস রোজারিও তার সহভাগিতায় বলেন, "ক্রুশের মধ্যদিয়ে আমার আপনার মুক্তি, ক্রুশকে আমি আপনি যখন ধারণ করি তখন ঈশ্বরও আমার এবং প্রতিবেশির সাথে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন হয়। উক্ত ধ্যান সভায় প্রায় ৩০০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

ধ্যান সভার পর পরই সমিতি গঠিত উপদেষ্টা মণ্ডলীসহ সকল উপকমিটির পরিচিতি অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয় এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু, সমিতি বর্তমান চেয়ারম্যান কলিন্স টলেন্টিনু, সিস্টার মেরী সাধনা এসএমআরএ, প্রধান শিক্ষিকা, ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চড়াখোলা সমিতির বর্তমান বোর্ডর কর্মীবৃন্দ ও বিভিন্ন কমিটি এবং সমিতির নারী সদস্যাবৃন্দ।

ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে **"নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ"** প্রতিপাদ্যের উপর বক্তব্য তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে কেন্দ্র করে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে সমবেত নারীগণ র‍্যালী করেন। বিকালে যিশুর পালাগান মঞ্চাস্থ করার মধ্যদিয়ে সারাদিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়॥

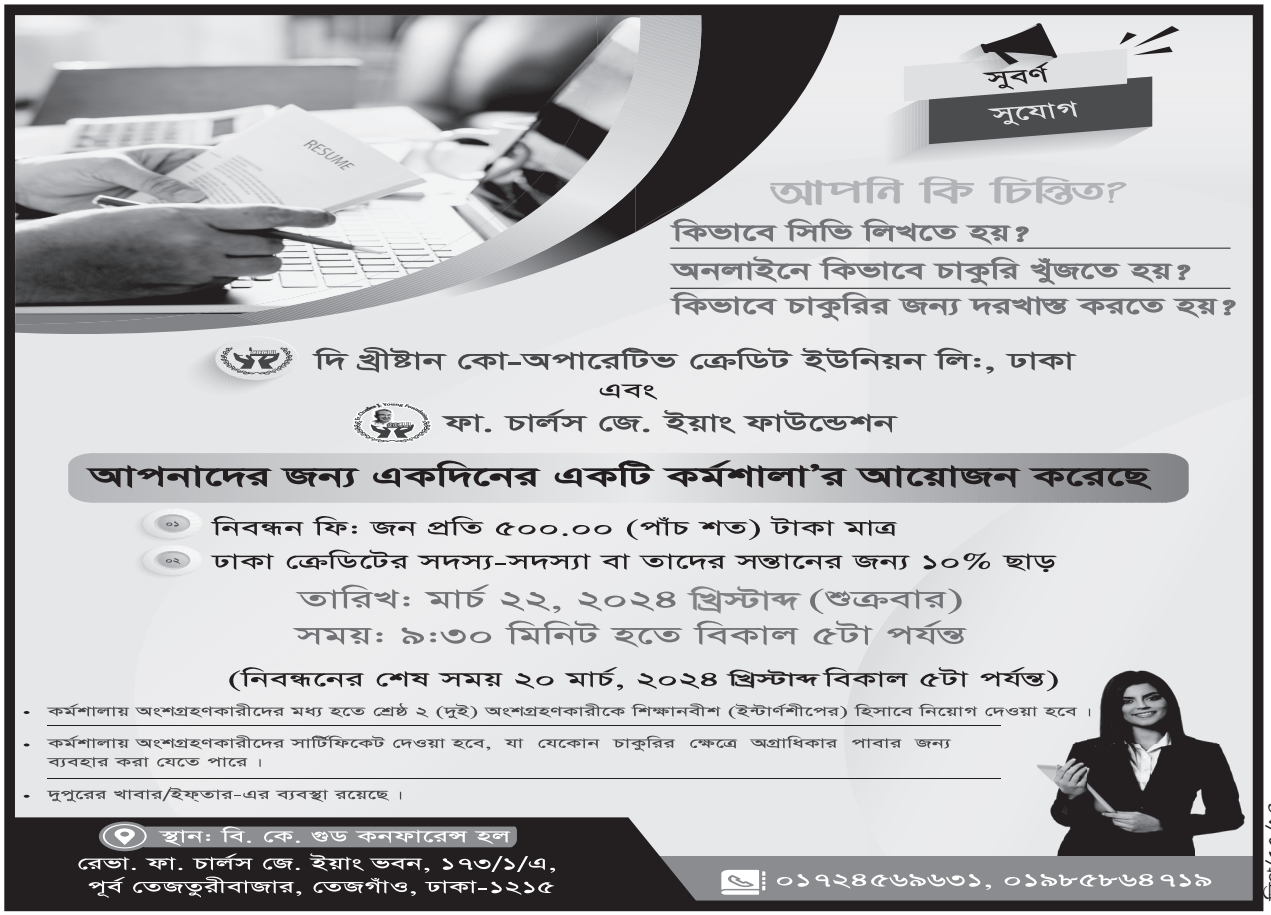

বিজ্ঞ/৫৭/২৪

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 01/21)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৪/০৩/১৬১৬ তারিখ: ১২/০৩/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিষদের ৩৭তম বোর্ড সভা কর্তৃক অফিস চাহিদার ভিত্তিতে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক "নিম্ন লিখিত শূণ্য পদ সমূহে" দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ প্রদান করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	অভিজ্ঞতা
১	অফিসার একাউন্টস	১ জন	কমপক্ষে স্নাতক (কমার্স)	২৮-৪৫ বছর	পুরুষ/ মহিলা	নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী।	➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/ব্যাংক/আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা। ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং বাৎসররিক বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ দৈনিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন ও হিসাব ভুক্তকরণ, ভ্যাট-ট্যাক্স, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস এক্সসেল, এম.এস ওয়ার্ড ও পাওয়ার পয়েন্ট) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। ➢ হিসাব সংক্রান্ত ফাইল, রেজিষ্টার হালনাগাদ ও সংরক্ষণ।
২	জুনিয়র অফিসার-কাস্টমার কেয়ার	১জন	কমপক্ষে ডিগ্রি	২০-৩৫ বছর	পুরুষ /মহিলা	"	➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা। ➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ প্রোডাক্ট ফরম বিক্রয়। ➢ শুদ্ধ বাচন ভঙ্গি, সুন্দর হাতের লেখা ও কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে পারদর্শী হতে হবে।
৩	জুনিয়র অফিসার-ক্যাশ	১জন	কমপক্ষে ডিগ্রি	২০-৩৫ বছর	পুরুষ /মহিলা	"	➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা। ➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে। ➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। ➢ সফটওয়্যারের মাধ্যমে কালেকশন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
৪	ড্রাইভার	১জন	ন্যূনতম ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে।	২৫-৪০ বছর	পুরুষ	"	➢ যেকোন প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩ বছর সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ০৫/০৪/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

টুটুল পিটার রড্রিক্স
সেক্রেটারী-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
নাইট ভিনসেন্ট ভবন
ডাকঘর: নাগরী, উপজেলা: কলীগঞ্জ, জেলা:

Address: P.O.: Nagari, Upazila: Kaligonj, Dist.: Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01716898929, E-mail: nagari_cccu@yahoo.com

বিজ্ঞ/৫৮/২৪

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রাণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা
- উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদ
- গীতাবলী
- ভক্তিপুষ্প
- শেকড়ের অন্বেষণে পূর্ববঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম
- বিশ্বাস ও জীবন
- তুমি আছো, আমি আছি

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

নাম: মি: বার্ণার্ড অমল রোজারিও
জন্ম: ২৩-০৯-১৯৪৮
মৃত্যু: ২২-০৩-২০১৩

স্বর্গরাজ্যে বাবার ১১তম জন্মবার্ষিকী

অতি প্রিয় বাবা,

ঈশ্বর তোমাকে তাঁর বাগানে কাজ করার জন্য ১১ বছর আগে আমাদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গেছেন। আমরা ঈশ্বরের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে তোমার মতো এতো ভালো, আদর্শ এবং সৎ বাবা পেয়েছি। আমরা ছয় ভাই-বোন (পাঁচ বোন-এক ভাই) এখনও তোমায় খুব অনুভব করি। মনে হয় তুমি আমাদের আশেপাশেই আছ এবং সঠিক পথে পরিচালনা দান করছ। তোমার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা এখনও আমরা মিস্ করি, তোমাকে ভুলতে পারিনা, কখনও ভুলবার নয়। তোমার নাতি-নাতনিরাও তোমাকে খুব মনে করে। আর মা তো আরও বেশি মিস্ করে। তোমার বড় সন্তান হিসেবে আমি তোমার কাছ থেকে যে আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি সেজন্য নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে হয়। বিশেষ করে আমার বিয়ের দিন যখন আশীর্বাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় দিয়ে গীর্জায় নিয়ে যাচ্ছিল তখন তুমি আমার রিথভেইল সরিয়ে তোমার ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ যে চুমু একেঁ দিয়েছিলে তা ভুলবার নয়, এখনও ঐ স্পর্শ আমি অনুভব করতে পারি এবং এটি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্তও।

বাবা, তুমি শুধু আমাদের বাবা-ই ছিলেনা, ছিলে একজন বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। তোমার আদর, স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, শিক্ষা আমাদের জীবনের অনুপ্রেরণা ও পাথেয় হয়ে আছে। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশির্বাদ কর, যেন তোমার রেখে যাওয়া আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারি। পিতা ঈশ্বরের নিকট তোমার আত্মার স্বর্গসুখ ও চিরশান্তি কামনা করি ।

তোমার প্রিয়জন

স্ত্রী অর্চনা রোজারিও এবং ছেলেমেয়েরা

কল্যাণী, সি: হিমানী RNDM, লাবণী, হৃদয়, মাধুরী, সি: পূর্ণিতা RNDM

(তিন মেয়ে-জামাই, পুত্রবধু ও সাত নাতি- দুই নাতনী)

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 10
Regd. No. DA-33
❖ 17 - 23 March, 2024, ৩ - ৯ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র এবছরের ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org